NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ আতঙ্কবাদীদের বাংলায় পুষে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: অর্জুন

সিভিক ভলান্টিয়ারকে দড়ি বেঁধে ওঠবোস! বিজেপির কড়া প্রতিক্রিয়া ২

কলকাতা ১৫ জুন ২০২৫ ১ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.06.2025, Vol.19, Issue No. 6, 8 Pages, Price 3.00

কানাডায় যোগ দেবেন জি-৭ বৈঠকে

সিঁদুর অভিযানের পর প্রথম ত্রিদেশীয় সফরে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: ভারত-পাক সামরিক সংঘাতের পর প্রথম বার বিদেশ সফরে যেতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চলতি বছরে জি৭ বৈঠকের আসর বসছে কানাডায়। এই বৈঠকে যোগ দিতে আগামী ১৬ জুন কানাডার কানানাস্কিস শহরে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে মোদী আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে ভারতের অবস্থান তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য মোদীকে আমন্ত্রণ জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে।

শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে মোদীর বিদেশ সফরের সূচি প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে কানাডা যাওয়ার আগে রবিবার ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাসে যাবেন মোদী। সোমবার সেখান থেকেই রওনা দেবেন কানাডায়। বুধবার পর্যন্ত কানাডায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সরকারি সফরে যাবেন মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশ ক্রোয়েশিয়ায়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর এটিই মোদীর প্রথম বিদেশ সফর। তাই এই সফরে মোদী কী বার্তা দেন, সে দিকে নজর রয়েছে সকলেরই।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে ভেদ ইজরায়েলের লৌহগম্বুজ

পুড়ে খাক হবে তেহরান, সিংহনাদ জেরুজালেমের

ইজরায়েলের মাটিতে আছড়ে পড়েছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র।

জেরুজালেম, ১৪ জুন: প্রত্যাঘাত-পালটা প্রত্যাঘাতে জ্বলছে ইরান-ইজরায়েল। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ইরানের বিরুদ্ধে আরও জোরালো আঘাত হানার হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল ইজরায়েল। ইরান হামলা না থামালে তাদের রাজধানী তেহরান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে বলে হুঙ্কার দিয়ে রাখলেন সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জ। তাঁর বক্তব্য, ইরান যদি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যেতে থাকে, তবে তেহরানবাসীকে এর 'মাশুল গুনতে হবে'। ইরানের রাজধানী তেহরানকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

শনিবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে ইজরায়েলের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াল জমির এবং মোসাদের ডিরেক্টর ডেভিড বার্নিয়ার সঙ্গে একটি বৈঠক করেন কাট্‌জ। সেখানে তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খোমেইনিকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'আয়াতোল্লা ইরানের নাগরিকদের বন্দি করে রেখেছেন। ইজরায়েলের নাগরিকদের উপর এই ধরনের জঙ্গি হামলা চালালে ফল খুব খারাপ হবে। তেহরানকে আমরা জ্বালিয়ে দেব।' খোমেইনিকে ইরানের 'একনায়ক' বলে নিশানা করেছেন তিনি। কাটজের বক্তব্য, ইরানের 'একনায়ক'-এর জন্যই ইরানের নাগরিকেরা বিপদের মুখে পড়ছেন। ইজরায়েলের সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলার জন্য চরম মাশুল গুনতে হবে তেহরানবাসীকে।

শুক্রবার ইরানে হামলা করেছিল ইজরায়েল। সেই সময় থেকেই প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। একদিন পর সেই আশঙ্কা সত্যি করে ইজরায়েলে পালটা হামলা চালায় ইরান। ৬৫ মিনিটে ২০০টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে তেহরান। এমনটাই দাবি সংবাদমাধ্যমের। যদিও ইরানের এই হামলার পরই পালটা দিয়েছে ইজরায়েল।

উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলি হানায় ইরানে ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩২০ জন। শনিবার এই তথ্য জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘে ইরানের দূত। ইরানে ইজরায়েলি হানার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাঘাত হানে তেহরান। এবার সরাসরি তেল আভিভে অবস্থিত ইজরায়েলি সেনার সদর দপ্তরে হামলা চালিয়েছে ইরান। শুক্রবার রাতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে তেল আভিভের দক্ষিণে। ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'লৌহঢাল'ও সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি।

ইজরায়েলের তিনটি বোমারু বিমানকে গুলি করে নামানো হয়েছে। শনিবার বিকেলে এমনটাই দাবি করেছে ইরানি সংবাদমাধ্যম। দু'জন ইজরায়েলি পাইলটকে আটক করা হয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার গভীর রাতে ইজরায়েলের তেল আভিভে অবস্থিত ইজরায়েলি সেনা আইডিএফ-এর সদর দপ্তরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র গিয়ে পড়ে। ইজরায়েলি বিমান হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই হামলাকে ইরানের 'প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ' বলেই দেখছে বিশ্ব। ওই হামলার নানা ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, তেল আভিভের ঠিক মাঝে আঘাত হানছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। ওই এলাকাতেই রয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর। এ ছাড়া, আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দপ্তরও রয়েছে সেখানে। ১৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'আয়রন ডোম'। কিন্তু লৌহগম্বুজ ভেঙে আইডিএফ-এর সদর দপ্তরে আঘাত করছে ক্ষেপণাস্ত্রটি। সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঝলকানি এবং বিকট শব্দ দিয়ে শেষ হচ্ছে ভিডিয়োটি।

এদিকে, ইরানের উপর ইজরায়েলি হানার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ৯ দেশের মিলিত মঞ্চ সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)। এই আন্তর্জাতিক মঞ্চের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারত এবং ইরান উভয়েই রয়েছে। তবে এসসিও-র বিবৃতির থেকে দূরত্ব রেখে পৃথক ভাবে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক এ-ও জানিয়ে দিয়েছে, এসসিও-র বিবৃতি নিয়ে কোনও আলোচনায় ভারত যোগ দেয়নি।

মহাকাশযাত্রা

■ শুভাংশু শুক্লা এবং তাঁর তিন সঙ্গীর মহাকাশ অভিযানের দিন পিছিয়ে গিয়েছে বার বার। শনিবার তাঁদের অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানের দিন ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ১৯ জুন, আগামী বৃহস্পতিবার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (আইএসএস)-এর উদ্দেশে পাড়ি দিতে চলেছেন শুভাংশুরা। শনিবার এক্স-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং একথা জানিয়েছেন।

খুন আইনসভার সদস্য

■ পুলিশ সেজে বাড়িতে ঢুকে আমেরিকার আইনসভার সদস্য মেলিসা হর্টম্যান এবং তাঁর স্বামীকে খুন করল বন্দুকবাজ আততায়ী। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। অন্যদিকে, ঠিক একই কায়দায় হামলা চালানো হয় আমেরিকার আরও এক আইনসভার সদস্য জন হফম্যানের উপর।

চ্যাম্পিয়ন

■ অবশেষে ঘুচল 'চোকার্স' তকমা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৭ বছর ধরে যে ব্যর্থতা, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাচের রাশ আলগা করার যে 'কলঙ্ক' প্রোটিয়াদের তাড়া করেছে, লর্ডসে তার থেকে শাপমুক্তি ঘটল। ৫ উইকেটে জিতে ২০২৩-২৫ চক্রের বিশ্বসেরার খেতাব এখন টেম্বা বাভুমার হাতে।

রেপো হ্রাসে স্বস্তি, কমছে বাড়ি-গাড়ির ঋণে সুদ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: রেপো রেট হ্রাসে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেল মধ্যবিত্ত। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা এসবিআইয়ের বাড়ি ও গাড়ির ঋণে কমছে সুদ। শনিবার এ কথা ঘোষণা করে দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এসবিআইয়ের পাশাপাশি ঋণের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি কমাচ্ছে আরও কয়েকটি সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। চলতি মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) রেপো রেট হ্রাস করায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

এসবিআই জানিয়েছে, ভাসমান হারে ঋণের ক্ষেত্রে সুদ কমবে ০.৫০ শতাংশ। এর ফলে রেপো রেটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সুদের হার ৮.৬৫ শতাংশ থেকে নেমে আসবে ৮.১৫ শতাংশে। পাশাপাশি, গৃহঋণের নতুন সুদের হারও ঘোষণা করেছে দেশের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। রবিবার, ১৫ জুন থেকে নতুন সুদের হার কার্যকর করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

এসবিআইয়ের আগে গৃহঋণে সুদের হার হ্রাস করার কথা ঘোষণা করে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি), ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (বিওবি), ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (বিওআই)। ১১ এবং ১২ জুন থেকে রেপো রেটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঋণগুলির ক্ষেত্রে নতুন সুদের হার ঘোষণা করেছে ইন্ডিয়ান

■ এরপর ২-এর পাতায়

মহেশতলা-কাণ্ডে তোপ শুভেন্দুর

'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, বদলি শুধুই নাটক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপজ্জনক চক্রান্ত এবং এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, 'জিহাদ একটি চরমপন্থী কার্যকলাপ। এই চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া বিজেপি সরকারের অঙ্গীকার। আমরা সরকারে এলে, পরদিনই এই জিহাদিদের গ্রেপ্তার করা হবে।'

সরাসরি বিরোধী দলনেতা রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ আধিকারিকের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে শুভেন্দু বলেন, 'আমি প্রথম দিন থেকেই রবীন্দ্রনগরের আইসি মুকুল মিঞার বিষয়টি তুলে ধরেছি। ও তৃণমূল কংগ্রেসের লোক। এই মুকুল মিঞাই ছিল ওই এলাকাতে হওয়া ওই তাণ্ডবের মূল কারিগর। ওকে গ্রেপ্তার হওয়া উচিত।'

তিনি আরও জানান, 'আজ বিজেপি এবং আমাদের প্রবল আওয়াজ তোলার পরে, ওদের দার্জিলিংয়ে বদলি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি এটা পুরো নাটক। দুই-চার মাস পরে আবার এই বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়া হবে। তখন দেখা যাবে, ভাইপোর লোক এই মুকুল মিঞা কলকাতারই কোনও এক কোণ থেকে পাওয়া যাবে।'

অন্তিম হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই মুকুল মিঞার মতো লোকেরা যতই চেষ্টাচরিত্র করে নিক, জিহাদিদের বিরুদ্ধে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা থেমে থাকবেন না। আমরা তোমাদের মতোদের মুখোশ খুলে দিতেই থাকব। যারা দেশের ভিতরেই জেহাদিদের মদত দিচ্ছে, প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাদের রক্ষা করছে, তারা কেউই রক্ষা পাবে না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এসবের চূড়ান্ত হিসেব নেওয়া হবে। এ রাজ্যে আইন ফিরবে, ধর্মীয় চরমপন্থার কোনও জায়গা থাকবে না।'

চলছে ব্ল্যাক বক্সের তথ্য যাচাই

অনুসন্ধানে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন

আমদাবাদ, ১৪ জুন: আমদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শুধু আরোহীরাই নন, যে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের উপর ভেঙে পড়েছিল বিমানটি, সেখানকারও কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার দু'দিন পর এমনটাই জানাল অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। ওই বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে পাওয়া তথ্য যাচাইয়ের কাজও চলছে বলে জানানো হল।

বিমান দুর্ঘটনার পর পরই তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু হয় বলেই শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন কেন্দ্রীয় অসমারিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু। তিনি জানান, শুক্রবার বিকেল ৫টা নাগাদ বিমানের ব্ল্যাকবক্সটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই ব্ল্যাকবক্সের তথ্য যাচাই করা শুরু হয়েছে। কী ঘটেছিল, সেই তথ্য যাচাইয়ের পরই জানা সম্ভব হবে বলে জানান রামমোহন।

কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। এই কমিটি শুধু দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করবে না, একই সঙ্গে নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন দিকও খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান রামমোহন। তাঁর কথায়, 'এটা কঠিন সময়। আমাদের কাছে যাত্রী সুরক্ষাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা নিশ্চিত করতে সব রকম ব্যবস্থা করা হবে।' রামমোহনের কথায়, 'পাইলট সুমিত সাবরওয়ালের শেষ বার্তা ছিল 'মে ডে।' তার পরে আর তাঁর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।' বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো (এএআইবি) ঘটনার পর পরই তদন্ত শুরু করেছে। মন্ত্রীর কথায়, 'এএআইবি বিশ্বাস করে ব্ল্যাকবক্সের তথ্য যাচাই করার পরই বোঝা যাবে দুর্ঘটনার আগে বা পরে ঠিক কী ঘটেছিল। তাদের তদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ বিমান ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ার কারণ নিয়ে গত দু'দিনে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে নানা মহলে। রামমোহন জানান, ওই বিমান আমদাবাদ থেকে লন্ডন যাওয়ার আগে আরও দুই রুটে যাত্রা করে। প্যারিস থেকে দিল্লি, তার পরে দিল্লি থেকে আমদাবাদ। এই দুই ক্ষেত্রেই কোনও সমস্যা হয়নি। আমদাবাদ বিমানবন্দর থেকে দুপুর ১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ ওড়ার পর পরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেটি। ৬২৫ ফুট উঁচু থেকে নীচের দিকে নামতে শুরু করে ওই বিমানটি।

এয়ার ইন্ডিয়া দেবে ২৫ লক্ষ

■ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করল এয়ার ইন্ডিয়া। এ দিন এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে এক্স পোস্টে বলা হয়, 'বর্তমানে আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে এয়ার ইন্ডিয়া ২৫ লক্ষ টাকা করে সকল নিহতদের পরিবারকে ও যে ব্যক্তি জীবিত রয়েছেন, তাকে দেবে। টাটা সন্সের তরফে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে ঘোষণা করা হয়েছিল, তার সঙ্গে সংযোজন এই আর্থিক সাহায্য।'

সিভিক ভলান্টিয়ারকে দড়ি বেঁধে ওঠবোস! হাওড়ার ঘটনায় বিজেপির কড়া প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় ফের এক অমানবিক চিত্র সামনে এল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সিভিক ভলান্টিয়ার শ্রীধর চক্রবর্তীর কোমর ও পা দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রকাশ্যে ওঠবস করানো হচ্ছে। ঘটনাস্থল উদয়নারায়ণপুরের পেরু বসন্তপুর বাজার। এই ছবি ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এই ঘটনার বিষয়ে হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অরুণা সেন ওরফে রাজা সেন বলেন, এই ধরনের ঘটনার কতটা সত্যতা আছে তা আমি লোকাল লিডারদের সঙ্গে কথা বলে খতিয়ে দেখব। তিনি আরও বলেন, দলের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, তা তদন্তের পরই বলা যাবে।

হাওড়া গ্রামীণ বিজেপি সভাপতি দেবাশিস সামন্ত জানান,

ছবিগুলি আমাদের কাছেও এসেছে। আমরা পুলিশ সুপারকে ইমেল করে জানিয়েছি। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু আমাদের মণ্ডল সভাপতির নাম জোর করে বলানো হচ্ছে। এটা পরিকল্পিতভাবে সাজানো মামলা। তিনি আরও বলেন, পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। ২০২৬-এ সরকার বদল হলে তখন তারা কীভাবে কাজ করবে, তা বোঝা দরকার। রাজ্য বিজেপির প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তৃণমূলের গুন্ডারা সিভিক ভলান্টিয়ার শ্রীধর চক্রবর্তীকে তুলে নিয়ে গিয়ে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে। তাকে রাস্তায় দড়ি দিয়ে বেঁধে কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছে। এটা কেবল রাজনৈতিক হিংসা নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক শৃঙ্খলার পতনের ছবি। আরও বলা হয়, যদি রাজ্য পুলিশ এই সন্ত্রাসের নীরব দর্শক হয়ে থাকে, তাহলে তারাও খুব শীঘ্রই এর ফল ভোগ করবে। হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা রুজু করেছে এবং ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধেও কোনও অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তুঙ্গে। তদন্তের দিকেই তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

জিহাদি, রোহিঙ্গা ও আতঙ্কবাদীদের বাংলায় পুষে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহেশতলায় মন্দির ভাঙচুর ও হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে 'বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চে'র তরফে এক প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত পানপুর মোড় থেকে প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয়ে অন্নদা ব্যানার্জি রোড ধরে, রথতলা ব্রিজের মুখে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। উক্ত মিছিলে যোগ দিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করলেন, জিহাদ, রোহিঙ্গা ও আতঙ্কবাদীদের এখানে পুষে রেখেছেন মমতা ব্যানার্জি। উনি জেহাদি, রোহিঙ্গা ও আতঙ্কবাদীদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড পাইয়ে দিচ্ছেন। এরাই মহেশতলায় মন্দির এবং তুলসি বেদি ভেঙে দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ মিছিল করা হল। তাঁর অভিযোগ, বাংলা পক্ষের নামে হিন্দু ও বাঙালিদের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা চলছে। সেই বাংলা পক্ষের মুখে চুনকালি ঘষে দিতেই এই মিছিল। এদিন তিনি হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, হিন্দুদের বাঁচাতে মরতেও রাজি আছি এবং মারতেও রাজি আছি। সনাতনীদের একজোট হওয়ার বার্তা দিয়ে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, ২০২৬ হিন্দুদের জন্য শেষ ভোট। বাংলা থেকে যদি তৃণমূল সরকার হটানো না যায় তাহলে মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর ভাইপো বাংলাকে 'প্রসারিত বাংলাদেশ' বানিয়ে ফেলবে। উক্ত প্রতিবাদ মিছিলে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সঞ্জয় সিং, শ্যামল তলাপাত্র, সুদীপ্ত দাস, সন্তোষ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, প্রমোদ সিং ও নির্মল দাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মুচিপাড়ায় বৃদ্ধা খুনে মগরাহাট থেকে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মধ্য কলকাতার মুচিপাড়া থানায় এলাকায় বাড়িতেই খুন হন একাকী বৃদ্ধা। এই খুনের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার ভোররাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানা এলাকায় বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম ময়মুর আলি গাজি। পুলিশের অনুমান, গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। লুটের উদ্দেশ্যে খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারনা। বৃদ্ধার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রীও উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার মধ্যে রয়েছে চারটি সোনার বালা, দুটো আংটি, একটা সোনার লকেট ও রুপোর গয়না যা লুট করা হয়েছিল। ধৃতের পোশাক, ছাতা ও একটি ব্যাগও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দিন তিনেক আগে মুচিপাড়া থানা এলাকায় বাড়ি থেকে নমিতা পাল নামে ওই বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হয়। মুচিপাড়ার সার্পেনটাইন লেনে বাড়িতে একাই থাকতেন বৃদ্ধা। স্থানীয়রা জানান, ওই বৃদ্ধার দুই ছেলে মারা গিয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় এলাকার বাসিন্দারা জানালা দিয়ে দেখতে পান, গলায় কাপড় জড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছেন নমিতা পাল। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর সজল ঘোষও। তবে বাইরে থেকে বাড়ির দরজা ছিল বন্ধ। এরপর উপায় না পেয়ে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে পুলিশ। এদিকে ঘরে ঢুকে দেখা যায় আলমারি খোলা। পাশাপাশি এও নজরে আসে ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা। তাঁরা অনুমান করেন, বছর ছিয়াত্তরের ওই বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। তারপর লুটপাট চালানো হয়। আততায়ী বাইরে থেকে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পর খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

ঘটনার তদন্তে নেমে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট উদ্ধার করা হয়। তারপর শনিবার ময়মুর আলি গাজির বাড়িতে তারা পৌঁছে যায়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের বাড়ি থেকে চারটি সোনার চুড়ি, দুটি সোনার আংটি, একটা সোনার লকেট এবং কিছু রুপোর গয়না উদ্ধার হয়। তল্লাশি শেষে ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ গ্রেপ্তার করা হয় বছর তিপান্নর ময়মুরকে। পুলিশ সূত্রে খব, ধৃতের ওই এলাকায় যাতায়াত ছিল। বৃদ্ধা একা থাকতেন জানত সে। তারই সুযোগ নিয়েছিল। স্থানীয় দোকানের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করা হয় অভিযুক্তকে।

ভাড়া নিয়ে তর্কাতর্কি, মহিলাকে জুতো দিয়ে মার, হাওড়ায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে প্রকাশ্যে এক মহিলাকে জুতো দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল এক টোটো চালকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার উত্তর খুরুট এলাকায়।

সূত্রের খবর, শিবপুর কাজীপাড়া থেকে খুরুট এলাকার বাড়ি ফিরছিলেন এক মহিলা যাত্রী। সেই সময় ভাড়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে টোটো চালকের সঙ্গে শুরু হয় তর্ক।

ক্রমেই সেই বচসা হাতাহাতিতে গড়ায় এবং টোটো চালক প্রকাশ্যে ওই মহিলাকে জুতো দিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ।

মারধরের জেরে অসহায় অবস্থায় পড়ে যান ওই মহিলা। আশপাশের লোকজন জড়ো হলেও কেউ সাহস করে প্রতিরোধ করেননি বলে জানা গেছে।

আক্রান্ত মহিলা স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ।

হাজরা পার্ক দুর্গাপুজো কমিটির খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সম্পন্ন হল হাজরা পার্ক দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো। শনিবার যতীন দাস পার্ক (হাজরা ক্রসিং) লাগোয়া এলাকায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খুঁটি পুজো সম্পন্ন হয়েছে। শারদ উৎসবের দিকেই তাকিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হল জানান উদ্যোক্তারা। বর্তমান কমিটির ঘোষণা মতে, ৮৩ বর্ষে পদার্পণ করছে চলতি বছরের দুর্গাপুজো। কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, অভিনেত্রী দর্শনা বণিক, কার্তিক ব্যানার্জি ও হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব সমিতির সংযুক্ত সচিব সায়নদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শোভনদেব পুত্র সায়নদেব জানিয়েছেন, মন্ত্রমুগ্ধ করতে দর্শক সাধারণের জন্য সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। মণ্ডপ

নির্মাণের সঙ্গে প্রতিমা ও আলোকসজ্জা এবং থিমের ভাবনায় নতুনত্বের দিকেই ঝোঁক রয়েছে সদস্যদের। কাজেই এর আয়োজনে কোনওরকম খামতি রাখা হবে না। উল্লেখ্য, প্যান্ডেলের অভিনবত্ব ও সৃষ্টিশীলতায় অভিনবত্বের দাবিদার হাজরা পার্কের দুর্গাপুজো বরাবর প্রশংসনীয়।

কমছে বাড়ি-গাড়ির ঋণে সুদ

প্রথম পাতার পর

ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে সুদ। ফলে ৮.৮৫ থেকে ৮.৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে সুদের হার। ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ভাসমান হারে ঋণের ক্ষেত্রে সুদ ৮.২৫ শতাংশে ঘোরাফেরা করছে। এ ছাড়া ৮.৭৫ থেকে ৮.২৫ শতাংশে নেমেছে কানাড়া ব্যাঙ্কের সুদের হার।

গৃহঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার আবেদনকারীর সিবিল স্কোরের উপর নির্ভরশীল। এসবিআইয়ের ক্ষেত্রে এটা ৭.৫০ থেকে ৮.৪৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। টপ আপ গৃহঋণে সুদ ধার্য হবে আট থেকে ১০.৫০ শতাংশের মধ্যে। ম্যাক্সগেইন ওভারড্রাফট গৃহঋণে নতুন সুদের হার ৭.৭৫ থেকে ৮.৭ শতাংশ ধার্য করেছে দেশের সবচেয়ে বড় সরকারি ব্যাঙ্ক। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি সুদ কমানোর জেরে গাড়ি ও বাড়ির পাশাপাশি ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণকারীরাও কিছুটা স্বস্তি পাবেন।

মুখ্যসচিবের ছাড়পত্র ছাড়া কোনও দপ্তর 'মউ' করতে পারবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও দপ্তর আর ইচ্ছে মতো কোনও সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করতে পারবে না। এবার থেকে প্রতিটি 'মউ'-র আগে নিতে হবে নবান্নের অনুমতি। এই নির্দেশিকাই পাঠানো হয়েছে রাজ্যের সমস্ত জেলায়। নবান্ন সূত্রের খবর, সম্প্রতি পরিবহণ দপ্তরের একাধিক চুক্তি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ ছিল, দপ্তর নবান্নকে না জানিয়েই চুক্তি করেছে। তারপরই মুখ্যসচিবের দপ্তর থেকে রাজ্যের সমস্ত দপ্তরকে পাঠানো হয়েছে কড়া বার্তা।

নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে; কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করতে চাইলে আগে সেই প্রস্তাব পাঠাতে হবে মুখ্যসচিবের দপ্তরে। জানাতে হবে, চুক্তির বিষয়বস্তু কী, তার সম্ভাব্য প্রভাব, আর্থিক দিক এবং বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়সীমা। চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে, অতীতে অনেক দপ্তর অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে 'মউ' করেছে। পরে দেখা গিয়েছে, সেই চুক্তির কোনও ফল মেলেনি, বরং সমস্যার মুখে পড়েছে সরকার। এবার থেকে মুখ্যসচিবের ছাড়পত্র ছাড়া কোনও দপ্তর 'মউ' করতে পারবে না। নবান্ন সূত্রে খবর, নির্দেশ অমান্য করলে দপ্তরের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

উত্তর হাওড়া মণ্ডল ৩-এর বিজেপি সভাপতি বীরু সাহানির নেতৃত্বে আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে একটি মোমবাতি মিছিল হল। জেলিয়া পাড়া ছোট শীতলা মাতা মন্দির থেকে শুরু করে কালী মন্দির পর্যন্ত মৌন মিছিল করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য সম্পাদক উমেশ রায়, জেলা সমন্বয়ক সুরেন্দ্র জৈন, মণ্ডল সম্পাদক রাজেশ রায়, সহ-সভাপতি ডা. পার্থ প্রতিমা অধ্যা-সহ বহু কর্মী। উমেশ রায় বলেন, এটি দেশের অন্যতম বড় বিমান দুর্ঘটনা। গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি-সহ সকল নিহতের আত্মার শান্তি কামনা ও পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

অভ্যন্তরীণ প্রজননের সমস্যায় ভুগছে উত্তরবঙ্গের একশৃঙ্গ গন্ডাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে জিনগত বৈচিত্র্যের ঘাটতির ফলে ইনব্রিডিং বা অভ্যন্তরীণ প্রজননের সমস্যায় ভুগছে উত্তরবঙ্গের একশৃঙ্গ গন্ডাররা। এই দীর্ঘস্থায়ী সংকট কাটাতে বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হল রাজ্যের বনদপ্তর। জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গন্ডারদের জিনগত বৈচিত্র্য ফেরাতে এবার পাশে দাঁড়াচ্ছে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জে ভি জানিয়েছেন, বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালিত একটি প্রজনন পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে ডাব্লুআইআই-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাইনো ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে লক্ষ্য, গন্ডারদের মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য বাড়িয়ে প্রজাতির প্রজননক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা। বনদপ্তরের অভিমত, দশকের পর দশক ধরে একই জিনগত বংশধারার গন্ডার জলদাপাড়া ও গরুমারায় একসঙ্গে বাস করায়, নতুন বৈচিত্র্যের জিন সংযোজন হয়নি। ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে প্রজনন সক্ষমতা কমে গিয়েছে, কমে গিয়েছে গড় আয়ুও। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এই প্রজাতির আয়ু ৪০ বছরের বেশি হলেও, উত্তরবঙ্গের অনেক গন্ডার মাঝপথেই মারা যাচ্ছে। এছাড়াও সমস্যার আরেকটি বড় দিক হল লিঙ্গের অনুপাত। পুরুষ গন্ডারের তুলনায় মহিলা সংখ্যা অনেক বেশি। নবজাতকদের লিঙ্গ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতেও সমস্যা হচ্ছে, ফলে পরিকল্পিত প্রজনন সম্ভব হচ্ছে না। ২০১৯ সালে পুরুষ-মহিলার অনুপাত ছিল ০.৯৫৯, যা ২০২২-এ কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৩২৭। কিন্তু এখনও তা সমতা আনতে পারেনি। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে গরুমারা ও জলদাপাড়ার মধ্যে গন্ডার অদল বদলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে ভিন্ন জিনের গন্ডারদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন সম্ভব হয়।

গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙন নিয়ন্ত্রণে বিহার ও ঝাড়খণ্ডকে নিয়ে যৌথ প্রকল্পের চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙন সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার প্রতিবেশী বিহার ও ঝাড়খণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ভাঙন নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের বিষয়ে প্রতিবেশী দুই রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং সেচ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, ভাগীরথী, পদ্মা, ফুলহার নদীর ভাঙনে মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ বিপর্যয়ের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছেন। এ ব্যাপারে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও প্রতিকার মেলেনি। তাই প্রতিবেশী বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে এই যৌথ প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে। তারা রাজি হলে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে এই অন্তর্বর্তী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। যার অর্থমূল্য আনুমানিক ৬১০ কোটি টাকা। তিনি জানান, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন কাটাহা দিয়ারা ও ভুতনি দিয়ারা অঞ্চলের মানুষজন। এই দুই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই গঙ্গার ভাঙন প্রবল আকার নিয়েছে।

একডালিয়ায় প্রাক্তন মেয়রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্তমান মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার বালিগঞ্জে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাবেই শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ক্লাবে নির্মিত তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সুব্রত-জায়া ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান মেয়র স্মৃতিচারণ করেন। এরপর তাঁর স্মৃতিবিজড়িত একডালিয়া এভারগ্রিন ক্লাবের খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেয়র। উল্লেখ্য, উদ্যোক্তাদের তরফেও দেবব্রত মজুমদার ও সভাপতি সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন আসন্ন শারদোৎসবের প্রাক্কালে আয়োজিত এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি শ্রীমতী শেলী মুখার্জ্জী, গত ইংরাজী ২৮/০৩/২০২৫ তারিখে মহামান্য এ.সি.জে.এম. আদালত, শ্রীরামপুর হইতে জুডিশিয়াল এ্যাফিডেভিট বলে তিলকা মুখার্জ্জী হইতে শেলী মুখার্জ্জী হইলাম এবং উভয়ই একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Raju Biswas S/o- Ranjit Biswas, ঠিকানা- উত্তরপাড়া, গোপালপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩২১২, আমার কন্যা Urjita Biswas-এর বার্থ সার্টিফিকেট RAI BISWAS নাম উল্লেখ আছে। গত ২৪/১২/২৪ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিটে আমার কন্যা Rai Biswas হইতে Urjita Biswas নামে পরিচিত হইলো। উভয় নাম একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৬/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ilias Mondal (old name) S/o. Late Sk Ismail Mondal R/o. Sarbamangala, Haral, Haral Daspur, Pandua, Hooghly-712134, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ilias Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Ilias Mondal & Ilias Mondal S/o. Late Sk Ismail Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Rafikul Mondal.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, খতিয়ান 8664, জে.এল নম্বর 62, দাগ নম্বর 214, 221, 222, মৌজা - রানিয়া, পুলিশ স্টেশন - সোনারপুর, মোট জমির পরিমাণ 0.12 একর (12 ডেসিমল), এই জমিটি 29/04/2025 তারিখ এ পাওয়ার অফ এটর্নী রেজিস্ট্রেশন নম্বর IV 160300047/2016 বলে শ্রী রাজেন্দ্র কুমার কিসানপুরিয়া, শ্রী সৌরভ কিসানপুরিয়া তরফে JSBM EDUCATIONAL TRUST, 2/28 নেতাজী নগর, কলকাতা - 92 কে বিক্রি করেছেন ও উক্ত জমিটির মিউটেশন এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বার দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে লক্ষীরানী মাইতি প্রকাশিত লক্ষী মাইতি স্বামী নলিনিকান্ত মাইতি সাং ও পোঃ হাতিবেড়্যা, থানা হলদিয়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর তার দখলীয় ভবানীপুর থানার অন্তর্গত ডিঃঘাসীপুর মৌজায় ৬০৯৫ নং খতিয়ানে ৩১৮৪ দাগে ১৮ ডেসিমেল এবং ৭৩৫ নং খতিয়ানে ৩১৮৯ দাগে ৯.৬ ডেসিমেল, ২৬৮৮ দাগে ১০.২ ডেঃ, ২৭২০ দাগে ১.৪ ডেঃ, ২৭২১ দাগে ৪.৭ ডেঃ, সম্পত্তি গত ইং ২৪.০২.২০২৫ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেঃ কৃত ১৫৪৪ নং আমমোক্তারনামা পত্রমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নির্মল মাইতি পিতা নলিনীকান্ত মাইতি সাং ও পোঃ হাতিবেড়্যা, থানা হলদিয়া, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর মহাশয়ার দ্বারা গত ইং ০৩.০৩.২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর সুতাহাটা অফিসে রেঃকৃত ১৭৩৮, ১৭৩৯, ১৭৪০, ১৭৪১ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে যথাক্রমে আবিতা খাতুন স্বামী শেখ সাবীর আলী, আসমিনা খাতুন স্বামী ওয়াসিম আক্রম, আমিনুল ইসলাম পিতা মৃত তৈমুর আলী, শেখ ওয়াসিম আক্রম পিতা শেখ ওসমান আলী, শেখ মফিজুল পিতা শেখ মতিকে মোট পাঁচটি দাগে দুটি খতিয়ানে ৪৩.৯১৪ ডেসিমেল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত ভূ সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেশতায় হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্যাদি করা হইবে। তৎপর কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
Surya Narayan Bhoj
Advocate, Haldia Subdivisional Court

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই জুন, ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ। রবি বার। চতুর্থী তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা, বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল গুড়িয়া সিং, স্বামী-উপেন্দ্র সিং, সাং ৫২, বিজয় কুমার মুখার্জ্জী রোড, থানা-গোলাবাড়ী, জেলা-হাওড়া। জেলা-হাওড়া, থানা-লিলুয়া, মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৫৭, এল.আর. দাগ নং-৪৫৯৬। উক্ত জমির মালিক পূর্ব্বে বাবুলাল দাস ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র শ্রী পঞ্চানন দাস হন। উক্ত পঞ্চানন দাস তাহার সম্পত্তি মলিনা রানী বোধককে গত ১৯৮৫ সালে বিক্রয় করেন পরে ঐ সম্পত্তি মলিনা রানী বোধক ২০০৭ সালে অখিল বন্ধু ঘোষকে বিক্রয় করেন। তাহার পর পর উক্ত অখিল বন্ধু ঘোষ ২০১১ সালে মনোজ রজককে বিক্রয় করেন। ২০২১ সালে উক্ত মনোজ রজক আমার মক্কেলকে বিক্রয় করেন। তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বালী/ জগাছা পরচার অফিসে দাখিল করিবেন, নচেৎ অগ্রাহ্য হইবে। যাহার কেস নং MN/ 2025/0503/13670 হইতেছে।

নোটিশ

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী রাহুল ঘোষ, পিতা শ্রী রবীন ঘোষ এর নির্দেশ ও আদেশানুসারে বিগত ইংরাজী ১৫.০১.২০২৫ দিবসীয় তারিখে এ.ডি. এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে ১নং বহির ০৬০৪০০১১৪/২০২৫ নং সাফ কোবালা দলিল মূলে ৩নং জে.এল., নবগ্রাম মৌজায় এল.আর. ১৭৪১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ১২৭৬ নং দাগে বাংলা মাপে ১ কাঠা ৮ ছটাক ২৩ বর্গফুট কলা বাগান জমি শ্রীমতী সুমিত্রা আদক ঘোষ, স্বামী শ্রী প্রদীপ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ করেন এবং উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতী সুমিত্রা আদক ঘোষ মহাশয়া বিগত ইংরাজী ০১.১২. ২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে ১নং বহির ২৭৮৭/২০২০ নং সাফ কোবালা দলিল মূলে মেমারী নিবাসী পাণ্ডুয়া থানার অধীন শ্রীমতী মায়া পাল, স্বামী গোপাল পাল মহাশয়া ৪নং বহির ০৬০৪০০১৭১/২০২০ নং পাওয়ার বলে নিযুক্ত আমমোক্তার ১। সুমিত সুর, পিতা মৃত কমলেন্দু সুর, ২। প্রদীপ আদক, পিতা মৃত পরেশ নাথ আদক, ৩। কেশব চন্দ্র দে, পিতা মধুসূদন দে মহাশয়গণের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। একুনে উক্ত জমির মিউটেশোনের জন্য চন্দননগর খলিসানী বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে আবেদন করিয়াছেন যাহার কেস নং. এমএন ২০২৫/০৬১৯/৩০৪৫। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চন্দননগর খলিসানী বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্ত্তী কালে কোন আপত্তি করিলে সর্বত্র নামঞ্জুর হইবে। **বীরেশ্বর ভদ্র**
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট এবং জাজেস কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী
No. F/742/08

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ জুন ২০২৫, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার

আজ পিতৃদিবস...

বাবার পিঠে চড়ে...
ধর্মতলায় ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

আক্রান্ত সিনিয়র স্টাফ, সাময়িক বন্ধের নোটিস জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিলে

তৃণমূল শ্রমিক নেতাদের তোলাবাজির জেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে জুটশিল্প: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এবার মিলের ভেতরেই আক্রান্ত হলেন এক সিনিয়র স্টাফ। যার জেরে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলল জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিলে। শনিবার সকালের ঘটনা। অভিযোগ, এদিন সকালে একদল দুষ্কৃতী মিলের মধ্যেই সিনিয়র স্টাফ শঙ্কর তরফদারকে বেধড়ক পেটায়। আক্রান্ত মিলের ওই স্টাফ টিটাগড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিনিয়র স্টাফকে মারধর করার অভিযোগে মালিকপক্ষ 'টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কে'র নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছে। ফলে কাজ হারালেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে চার হাজার জন শ্রমিক। যদিও সিনিয়র স্টাফকে মারধরের দৃশ্য ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। সাময়িক বন্ধের নোটিসে মিল কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, এদিন সকালে একদল শ্রমিক বাঁশ ও লোহার রড নিয়ে মিলের সিনিয়র স্টাফ শঙ্কর তরফদারের ওপর হামলা চালিয়েছে। মিলের সম্পত্তি এবং কর্মচারীদের নিরাপত্তার কারণে তাঁরা সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝোলাতে বাধ্য হয়েছেন। তবে উত্তেজনা থাকায় মিলের ভেতরে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। সেলাই বিভাগের ঠিকা শ্রমিক সুবীর কর জানান, টিফিন টাইমে তাঁরা জানতে পারেন মিলের ভেতরে ঝামেলা হয়েছে। তারপর ঠিকাদার তাদেরকে কাজ বন্ধ রেখে বাড়ি চলে যেতে বলেছেন।

এদিকে, অকল্যান্ড জুটমিলে অশান্তি নিয়ে সরাসরি শাসকদলের শ্রমিক ইউনিয়নকেই আক্রমণ করেছেন শ্রমিক নেতা তথা ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিল বন্ধ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় পাওয়া গেল ক্ষোভ। তিনি বলেন, তৃণমূল শ্রমিক নেতাদের তোলাবাজির জেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জুটশিল্প। শাসকদলের শ্রমিক নেতাদের তীব্র নিশানা করে শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, একজন তোলাবাজ আছেন আগে উনি সিপিএম করতেন। এখন উনি আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি। আরেকজন জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি। যার নেতৃত্বে জুটমিলগুলোতে ঠিকাদারি প্রথা কায়েম হয়েছে। প্রসঙ্গত, জগদ্দল অকল্যান্ড জুটমিলে এদিন আক্রান্ত হয়েছেন সিনিয়র স্টাফ শঙ্কর তরফদার। মারধরের সিসিটিভি ফুটেজ নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করেছেন শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। তিনি উল্লেখ করেছেন, মিলের একজন সিনিয়র স্টাফকে তৃণমূল সমর্থিত জেহাদিরা নির্মমভাবে মারধর করেছে। তোলাবাজির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূলে নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল চলছে। মারধরের কারণ নিয়ে তার ব্যাখ্যা, ভাটপাড়ার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের পুত্রকে জগদ্দলের বিধায়ক বলেছেন প্রতিমাসে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু কাউন্সিলরের পুত্র প্রতিমাসে মিল কর্তৃপক্ষের কাছে ৪ লক্ষ টাকা দাবি করেছে। তাঁর দাবি, ৪০ হাজার আর ৪ লক্ষের লড়াইয়ের জেরে মিলটা বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুন সিং দাবি করেন, বাংলায় মমতা ব্যানার্জির সরকার পরিকল্পনা মাফিক জুটশিল্প নষ্ট করতে চাইছে। শ্রমিকের অভাবে এখানকার জুটমিলগুলো ধুঁকছে। শ্রমিকের অভাবে এখন দু'শিফট করে মিল চলছে। তাঁর অভিযোগ, ঠিকাদারি নিয়ে লড়াইয়ের জেরে জুটমিলগুলো প্রায় শেষের পথে। অথচ পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়। যে বা যারা মিলের স্টাফকে মারধর করলো, পুলিশ তাদের ধরল না। তাহলে মিলে পুলিশ মোতায়েন করে কি লাভ। তাঁর দাবি, মিলটা বন্ধ করেছে মালিক পক্ষ। তোলাবাজি বজায় রাখতে মিলের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাঁর কটাক্ষ, সারা বাংলায় চপশিল্পের পাশাপাশি তোলাবাজি শিল্প চলছে। আর এই তোলাবাজির জেরেই মিলটা বন্ধ হয়ে গেল। যদিও মিল বন্ধের কারণ দিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের সাফাই, এটা মিলের আভ্যন্তরীণ কোনও সমস্যা। তবে বড় ধরনের সমস্যা নয়।

বদলি করা হল রবীন্দ্রনগর থানার আইসি ও মহেশতলার এসডিপিওকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: বদলি করা হল রবীন্দ্রনগর থানার আইসি ও মহেশতলার এসডিপিওকে, অশান্তির জেরেই এই পদক্ষেপ কি না উঠছে প্রশ্ন। বদলি করা হল রবীন্দ্রনগর থানার আইসি মুকুল মিঁয়াকে। তাঁকে পাঠানো হল দার্জিলিংয়ে। তাঁকে পাঠানো হল দার্জিলিংয়ের ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ করে। তাঁর বদলে ওই পদে আনা হয়েছে মালতার রতুয়ার সার্কেল ইন্সপেক্টর সুজনকুমার রায়কে। এখানেই শেষ নয়। মহেশতলার এসডিপিও কামারুজ্জামান মোল্লাকেও বদলি করে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে পাঠানো হয়েছে স্টেট আর্মড পুলিশ তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের সহকারী কমান্ড্যান্ট পদে। তাঁর বদলে মহেশতলার নতুন এসডিপিও করা হল সৈয়দ রেজাউল কবীরকে। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেকথা জানানো হয়েছে। এতদিন তিনি ছিলেন রাজারহাট থানার আইসি। মহেশতলায় সংঘর্ষের জেরেই এই রদবদল কি না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, বুধবার দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রবীন্দ্রনগরের আকড়া সন্তোষপুর এলাকা। একটি দোকান বসানো নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রবীন্দ্রনগরে। কার্যত বেশ কিছুক্ষণ সময়ের জন্য দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ারও অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িও। আগুন ধরানো হয় মোটরবাইকে। ঘটনায় আক্রান্ত হতে দেখা যায় একাধিক পুলিশকর্মীকে। ইটের আঘাতে আহত হন এক মহিলা পুলিশকর্মীও। ঘটনার তদন্তে নেমে ৪০ জনকে কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

মহেশতলার রবীন্দ্রনগরের এই অশান্তি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপিকে। শুধু রাজনৈতিক ভাবে এই ঘটনার বিরুদ্ধে গলা তোলা নয়, আরও এক পা এগিয়ে একেবারে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হতে দেখা যায় রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। আদালতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জিও জানান তিনি। পাশাপাশি এই মামলা তদন্তের ভার দেওয়া হোক এনআইএ-কে এমনও দাবি আদালতে তুলে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মামলা দায়েরের অনুমতিও দেন বিচারপতি সেন। সবমিলিয়ে আপাতত উত্তেজনা কমলেও তা এখনও ছাইচাপা আগুনের মতোই জ্বলছে রবীন্দ্রনগরে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নাটক করছেন, বদলি করে দায় এড়াচ্ছেন: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবীন্দ্রনগর থানার আইসি এবং মহেশতলার এসডিপিও-কে বদলির সিদ্ধান্তকে 'প্রহসন' আখ্যা দিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন। তাঁর অভিযোগ, এই বদলি আসলে এক নির্লজ্জ প্রহসন; জনরোষকে ভিন্ন দিকে ঘোরানোর জন্য এক ঘৃণ্য চাল, যাতে আসল অপরাধীদের আড়াল করা যায়! ঘটনার দিন 'জেহাদি মৌলবাদীরা' থানার প্রাঙ্গণে ঢুকে তুলসি মঞ্চ ও শিব মন্দির ভাঙার চেষ্টা করে বলেও তিনি দাবি করেন। সুকান্ত বলেন, যেদিন জেহাদি মৌলবাদীরা থানায় ঢুকে তুলসি মঞ্চ ও শিব মন্দির গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল; সেদিন পুলিশ কোথায় ছিল? কোথায় ছিল তাদের বীরত্ব? তিনি অভিযোগ করেন, হিন্দুদের ঘরবাড়ি, দোকান এবং মন্দির আক্রমণের সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে, অথচ রাতের অন্ধকারে নিরীহ হিন্দুদের উপরই নির্বিচারে লাঠিচার্জ চালানো হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সেটা কি আইনরক্ষা ছিল, না একেবারে প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা?

সুকান্তর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নাটক করছেন, বদলি করে দায় এড়াচ্ছেন। বরং এই পুলিশ অফিসারদের সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। বদলি আসলে পুরস্কার, শাস্তি নয়। তাঁর কটাক্ষ, এই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুখ্যাত 'দুধেল গাই' তোষণ রাজনীতির আসল মুখ; যেখানে সাম্প্রদায়িক অফিসারদের বাঁচিয়ে রেখে পরে আবার হিন্দুদের দমন করতে কাজে লাগানো হয়। শেষে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, এই নাটক আর চলবে না। বাংলার হিন্দুরা সব দেখছে। ইতিহাস দেশদ্রোহীদের ক্ষমা করবে না।

বর্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে সুখবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বর্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের আকাশে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী চারদিনে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, গুজরাতের আরও কিছু অংশে মৌসুমী অক্ষরেখা প্রভাব বিস্তার করবে। এর ফলে আগামী মঙ্গল-বুধবারের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করবে দক্ষিণবঙ্গে। এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় ফের তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে দক্ষিণ ওড়িশা পর্যন্ত। অন্যদিকে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে দক্ষিণবঙ্গে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। সঙ্গে হতে পারে ঝড়ও। যার গতিবেগ থাকতে পারে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। রবিবার তা আরও বেশ কিছুটা বেড়ে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা হতে পারে। দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুরের পাশাপাশি কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়াতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সোমবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবারেও বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও। প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে। রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের ছয় জেলায়। দু'দিনের বিরতির পর, বুধবার থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টি। এদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। তবে সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও বুধবার থেকে ফের গতি বাড়াবে বৃষ্টি, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, টানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ধসের আশঙ্কা থাকছে। শনিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

সৌরভের সঙ্গে যোগ নেই তৃণমূলের: দাবি দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে আসার পরই অভিনেতা সৌরভ দাসকে নিয়ে জল্পনা শুরু। জল্পনা, তৃণমূল যোগ নিয়ে। তৃণমূলের সঙ্গে সৌরভের যোগ আছে কি না তা নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয় শাসকদলের অন্দরেই। এদিকে তৃণমূলের হেভিওয়েটরা জানিয়েছেন, সৌরভ দাসের সঙ্গে তৃণমূলের এখন আরও কোনও যোগ নেই। প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন সৌরভ দাস। তৃণমূলের তৎকালীন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে শাসকদলের পতাকা হাতে তুলে নেন তিনি। কিছুদিন পরই তাঁর জন্মদিনের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সেই ভিডিও নানা বিরূপ মন্তব্যও করেন অনেকে। তারপর তাঁকে শাসকদলের প্রচারে দেখা যায়নি। তবে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের যে তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, সেখানে নাম ছিল সৌরভ দাসের। ২০২১-এর পরের বিধানসভা আসতেই দলে তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে উঠে গেল প্রশ্ন।

সৌরভ দাসকে নিয়ে শাসকদলে আলোচনার শুরু কাশ্মীর ফাইলস খ্যাত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-কে কেন্দ্র করে। আপাতত যা খবর, এই সিনেমাটি মুক্তি পাবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর। এর আগে প্রকাশ্যে এসেছে এই সিনেমার টিজার। টিজারে বার্তা দেওয়া হয়েছে,বাংলা দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে চলেছে। এই সিনেমাতেই গোপাল পাঠার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌরভ। এমন একটি বিতর্কিত সিনেমায় অভিনয় করার পরই তৃণমূলের অন্দরেই তাঁর শাসকদলের সঙ্গে এখনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে শুরু হয় গুঞ্জন। তবে এক বছর আগেও তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম থাকা সৌরভ দাসকে নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, সৌরভ তৃণমূলে যোগ দিলেও কখনোই সক্রিয়ভাবে তিনি সংগঠন করেননি। অভিনেতার নানা কাজকর্মের জেরে এক বছর আগেই দল তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফলে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-কে কেন্দ্র করে সৌরভের বিরুদ্ধে এখন কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নই নেই। তবে এরপরেও থেকে যাচ্ছে নানা প্রশ্ন।

মদ্যপান নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা, গুলিবিদ্ধ পাব ম্যানেজার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: শুক্রবার গভীর রাতে দমদম এলাকার একটি পাবের ভেতরে মদ্যপান করা নিয়ে বিবাদের জেরে কয়েকজন যুবক পাব ম্যানেজারকে গুলি করে বলে অভিযোগ।

আহত পাব ম্যানেজারকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দমদমের মাঠকল এলাকার একটি পাবে এই ঘটনা ঘটে।

শুক্রবার রাত ১টার দিকে তিন যুবক পাবে এসে মদ্যপান করা নিয়ে এক কর্মচারীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তর্কাতর্কি চলাকালীন যুবকরা বন্দুক বের করে কর্মচারীদের হুমকি দিতে শুরু করে।

পাব ম্যানেজার পিন্টু রুদ্র পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে যুবকরা তিন রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ।

গুলিবিদ্ধ হয়ে পিন্টু রুদ্র গুরুতর আহত হন। হামলার পর অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশ এক অভিযুক্তকে আটক করেছে।

বীরভূমের দুই নেতাকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক, কেষ্ট-কাজলকে এক হয়ে চলার কড়া বার্তা দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভবানীপুর: বিধানসভা নির্বাচন শিয়রে, তার আগে নিজেদের মধ্যে সব মতানৈক্য, ব্যক্তিস্বার্থ দূরে সরিয়ে এক হয়ে দলের জন্য কাজ করতে হবে বলে শনিবার অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখকে বার্তা তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের। শনিবার অনুব্রত মণ্ডল এসেছিলেন দলের ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে। কাজল আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন ২১ জুলাইয়ের বৈঠকে। দুপুর ১২ টা ৫৫ নাগাদ অনুব্রত সেখানে আসতেই তাঁদের নিয়ে মূল বৈঠকস্থল ছেড়ে ভবানীপুরে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর অফিসে পৌঁছন দলের বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ফিরহাদ হাকিম। তারপর বীরভূমের দুই নেতাকে নিয়ে শুরু হয় রুদ্ধদ্বার বৈঠক। ওই বৈঠকে সুব্রত বক্সী এবং ফিরহাদের পাশাপাশি ছিলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ বিশ্বাসও। বৈঠক থেকে দু'জনকে এক হয়ে চলার কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সংঘাত কমানোর বার্তাও দেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে। দু'জনকেই স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, কেউ কারোর এলাকাতে ঢুকবেন না, পরস্পর একে অপরকে কোনও বিরূপ মন্তব্য করবেন না। তাঁদের সংঘাতের প্রভাব দলের ফলাফলে পড়লে দলের রোষানলের পড়তে হবে দু'জনকেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে দল।

চকোলেট খাইয়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' পানিহাটির ঘটনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানিহাটি: 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করতেই হচ্ছে পানিহাটির ঘটনায়। প্রকাশ্য রাস্তায় কাউন্সিলরের সঙ্গে মারধরের ঘটনায় এবার দলের উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে তরুণীকে আলিঙ্গন করে ও মিষ্টি মুখ করিয়ে নিজেদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নিলেন ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবন্তী রায়। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার পানিহাটিতে এক তরুণীর সঙ্গে মারপিটে জড়ান ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবন্তী। পানিহাটির দণ্ড মহোৎসবতলা ঘাটের কাছে শ্রাবন্তী রায় বাইকে করে যাচ্ছিলেন। ওই তরুণী তখন স্কুটারে করে উল্টোদিক থেকে আসছিলেন। ওই মহিলার স্কুটার এসে লাগে শ্রাবন্তীর বাইকে। শুরু হয় দু'জনের বিতণ্ডা। ঝগড়া চলাকালীন কাউন্সিলর গাড়ি থেকে নেমে প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, ওই তরুণীকে কাউন্সিলর একটি চড়ও মারেন। তখনই ওই তরুণী কাউন্সিলরের চুলের মুঠি ধরে রীতিমতো মারপিটে জড়িয়ে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে মারপিট। এই ঘটনায় কাউন্সিলর তাঁর কন্যাসম একটি মেয়েকে রাস্তায় শাসন করতে গিয়ে বেধড়ক মারও খান। যদিও পরে স্থানীয়রা এসে ছাড়িয়ে নেন তাঁদের। এই ঘটনার ছবি ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে পানিহাটি সহ বঙ্গ রাজনীতিতেও। এদিকে রাস্তায় প্রকাশ্যে দলের কাউন্সিলরের এহেন মারমুখী চেহারা তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব মোটেও ভালোভাবে নেননি বলেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। এরপর দলের তরফ থেকে নাকি ঘটনাটি মিটিয়ে নিতে বলার নির্দেশও আসে। অবশেষে কাউন্সিলর শ্রাবন্তী এবং ওই তরুণীকে পার্টি অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে সমস্ত গণ্ডগোল মিটিয়েও নেন।

সম্পাদকীয়

ছিঃ, চরম মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক এতগুলো মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি!

চরম মর্মান্তিক। হৃদয়বিদারক। এতগুলো প্রাণ আচমকা ঝরে গেল। কত পরিবার অভিভাবক হারালো। কত পরিবার চিরতরে শেষ হয়ে গেল। মাঝ আকাশেই হারিয়ে গেল কত স্বপ্ন। নিয়তি ছাড়া আর কী বলা যাবে। আমেদাবাদের বিমান দূর্ঘটনায় সব মিলিয়ে কত মৃত্যু, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কেন, কী কারণে, এত বড় বিপর্যয়, জানতেও সময় লাগবে। আজ গোটা দেশের বাতাস ভারী। গুমোট। এই ক্ষত শুকোতে সময় লাগবে। সরকার চেষ্টা করছে। দূর্ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে খোদ প্রধানমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। গিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।আহতদের চিকিৎসা। মৃতদের দেহ উদ্ধার করে শনাক্তকরণ। কাজটা কঠিন।দূর্ঘটনার কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। এরই মধ্যে একদল তাঁদের রাজনীতির ডালি সাজিয়ে আসরে নেমে পড়েছে। তালিকার একনম্বরে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল শোকের আবহে নানা অবান্তর রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। এরাই আবার বলে, আমরা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না। তাহলে গত ২৪ ঘন্টায় যা হচ্ছে এটা কোন নীতি? ছিঃ, লজ্জা বলে এদের যদি আদৌ কিছু থাকে? সত্যিটা হচ্ছে লাশের রাজনীতিটাই হচ্ছে মমতার এক এবং একমাত্র ব্র্যান্ড। রাজ্যের বিরোধী নেত্রী থাকাকালীনই তিনি লাশের রাজনীতিতে হাত পাকিয়েছিলেন। এমন সুযোগ তিনি আর কেন ছাড়বেন! তাই দলের মুখপাত্র বলছেন, ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী কেন গেলেন আমেদাবাদ?এটা নাকি তাঁর রাজ্য বলেই গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।বুঝুন অবস্থা! তিনি অতীতে কোন কোন জায়গায় যাননি, কেন যাননি, এই সব প্রশ্ন। এসব কী এখন তোলার কথা? কে বোঝাবে এসব তোলামূল নেতাদের। আরে আস্ফানের পর তো প্রধানমন্ত্রী এ রাজ্যেও এসেছিলেন, তখন কোথায় ছিল সবজান্তা মুখপাত্র। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দূর্ঘটনার কবলে পড়ায়, তাঁরা বলছে। এ দায় সরকারের। কারণ। এয়ার ইন্ডিয়া পরিচালনভার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ছিল! হাস্যকর। ঠিক যে কায়দায় রাজ্যে কিছু হলেই সব দায় পূর্বতন বামফ্রন্টের ঘাড়ে ঠেলে দেয় তারা। একই কৌশল। ভেবে দেখবেন, চরম শোকের মূহুর্তে এসব কথা মানুষ কিন্তু মোটেই ভালভাবে নিচ্ছে না। কাঁচের ঘরে বসে অন্যকে ঢিল মারবেন না।

শব্দবাণ-৩০৩

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ছুঁচো ৪. যুদ্ধ, রণ ৫. লজ্জা ৭. প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা ৯. সুলভ ১১. জগদীশ্বর, ভগবান।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গলা ২. স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ৩. করঞ্জা ফল ৬. দুঃখ ৮. যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন ১০. ক্রমানুযায়ী।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০২

পাশাপাশি: ১. অন্নপ্রাশন ৩. বোলতা ৫. রসুই ৭. ইস্তক ৮. লিখন ১০. ব্রাহ্মণ্যদেব।

উপর-নীচ: ১. অলোল ২. শহরতলি ৩. বোম্বাই ৪. তারকব্রহ্ম ৬. ইন্ধন ৯. খতিব।

জন্মদিন

আজকের দিন

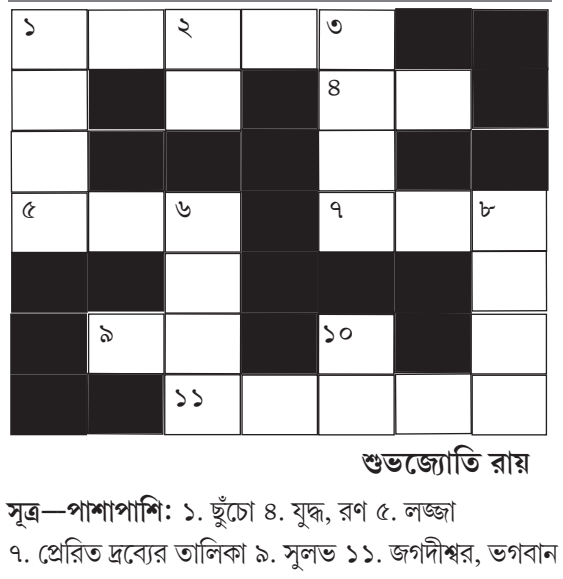

আন্না হাজারে

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও গায়িকা সুরাইয়ার জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট প্রতিবাদী রাজনৈতিক নেতা আন্না হাজারের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট ইস্পাত উদ্যোগপতি লক্ষ্মী মিত্তালের জন্মদিন।*

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি ভাঙচুর
রবীন্দ্র-বিরোধিতারই নগ্ন রূপ!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলাদেশে বিগত ২০২৪-এর ৫ আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে সরকার উৎখাতের পর থেকেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনকালে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার লক্ষ্যে ধ্বংসলীলা চলতে থাকে,তেমনই সে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার আয়োজন প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিমানসে এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বজনীন শ্রদ্ধেয় আধিপত্যই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের মনে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা মনে হয়। এজন্য ধর্মীয় চেতনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মোচনে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করা থেকে অস্বীকার করার সক্রিয় তৎপরতা সামনে চলে আসে। তাঁর মূর্তিতে কালি লেপে দেওয়া,সিলেবাস থেকে তাঁর রচনা বাতিল করা, তাঁর বই পোড়ানো বা তাঁর রচিত জাতীয় সংগীতকে অমান্য করার প্রয়াস নানা ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি ৮ জুন বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃকবাড়ি ভাঙচুরের খবর সামনে আসে। এটিকে রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি বলা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত বাড়িটি সে দেশের সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করে রবীন্দ্রস্মৃতিকে দর্শনার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। অথচ তার নিরাপত্তার ব্যবস্থার অভাবে সেই রবীন্দ্রস্মৃতিতীর্থই আজ দুষ্কৃতীদের ধ্বংসের শিকার হয়ে উঠেছে। খবরে প্রকাশ সেখানে ঘুরতে আসা এক পরিবারের গাড়ি পার্কিং করাকে কেন্দ্র করে বাড়িটির দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের সঙ্গে পরিবারটির বচসা থেকেই পরবর্তীতে উন্মত্ত জনতার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। রবীন্দ্রস্মৃতিতীর্থকে এভাবে ভাঙচুর করার নেপথ্যে ধর্মীয় চরমপন্থীদের সচেতন প্রয়াস বর্তমান,তা বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই প্রতীয়মান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত সরকারও ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি এ বিষয়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। দুর্ঘটনাটি যে আকস্মিক নয়, সচেতন ভাবেই পরিকল্পিত,তার যোগসূত্র অতীত থেকে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহেই প্রতীয়মান।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে যাওয়ায় বাঙালি সত্তায় ধর্মীয় বিভাজন ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিমের অস্তিত্বে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় বিপন্ন বাঙালির পরিচয় সংকট প্রাধান্য লাভ করে। সেখানে বাঙালির অস্তিত্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান, তাও গোপন থাকেনি। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ড মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের নেতৃত্বে কার্জন হলে 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়,এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।' সেক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনায় অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাই অচিরেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় অস্বীকারে শিকারে পরিণত হয় । 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তার সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল। সেখানে পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব বাংলায় জাতীয় সংহতিতে তাঁকে বর্জন করার চেতাবনি প্রকাশ্যে চলে আসে। ১৯৫১-র আগস্টে সরকারি 'মাহে নও' পত্রিকায় সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়, 'সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো-বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশি।' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বাঙালিসত্তার সঙ্গে ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছিল তা তাঁকে অস্বীকারের মধ্যেই তাঁর অবিস্মরণীয় স্বীকৃতি লাভ করে। সেদিক থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান সরকারের মদতপুষ্ট গোঁড়া মুসলিমদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রয়াস জারি ছিল,অন্যদিকে তেমনই মুক্তচিন্তার মুসলিম মানসে তাঁকে ধারণ করে এগিয়ে চলার সক্রিয়তাও প্রকট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের অধীনে থেকেও বাঙালি সত্তার জাগরণে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ পাথেয় হয়ে ওঠে। মুক্তচেতনার আলোয় বা মুক্তবুদ্ধির আধারে 'পাকিস্তানি সাহিত্য সংসদ' -এর ছায়ায় তাঁর প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। সেদিক থেকে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালিসত্তার আত্মিক সংযোগ গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। ভাষা আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ গান পাথেয় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রভাব কত তীব্র আবেদনক্ষম ছিল,তা সে দেশের রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক সনজিদা খাতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই ফুটে ওঠে । সনজিদা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে বাঙালি জাতিসত্তার সন্ধান' নিবন্ধে (আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'সার্ধশতজন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা',২০১২) অকপটে সেদিনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে লিখেছেন 'বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্মারক অনুষ্ঠানগুলিতে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' এবং 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানের বাণী সৌন্দর্য ও সুরময় আবেগ যুগপৎ বাঙালি হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর, পূর্ণ কর' গানখানি রবীন্দ্রনাথ যেন ভাষা-শহীদদের উদ্দেশে গাইবার জন্যেই লিখে গেছেন, এমন মনে হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজি বক্তৃতা শুনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের গান তথা 'কল্পনা' কাব্যের কবিতা 'সে আমার জননী রে' আমরা গেয়ে উঠেছি আমাদের মাতৃভাষার অবমাননায় ব্যথিত হয়ে।' সেক্ষেত্রে 'রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী আমাদের কাছে নবজন্ম লাভ করেছে' মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সনজিদা খাতুনের মনোভাবের মধ্যেই বাঙালিসত্তায় রবীন্দ্রনাথের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব নিবিড়তা লাভ করে।

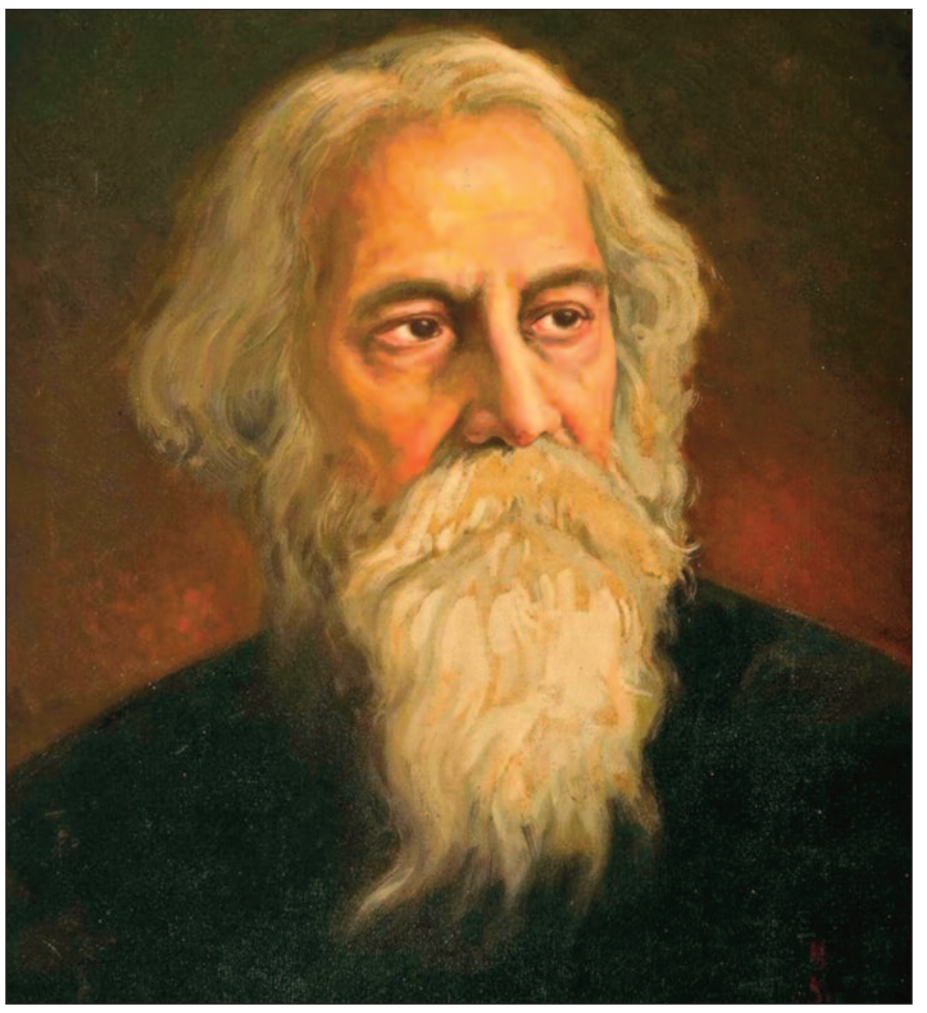

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে যাওয়ায় বাঙালি সত্তায় ধর্মীয় বিভাজন ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিমের অস্তিত্বে ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় বিপন্ন বাঙালির পরিচয় সংকট প্রাধান্য লাভ করে। সেখানে বাঙালির অস্তিত্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্তমান, তাও গোপন থাকেনি। ১৯৪৮-এর ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯-এর ১ জানুয়ারি ড মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের নেতৃত্বে কার্জন হলে 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের মূল সভাপতি ড মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়,এটি একটা বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।' সেক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনায় অবিভাজ্য বাঙালিসত্তাই অচিরেই ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় অস্বীকারে শিকারে পরিণত হয়। 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তা ও তাঁর সংস্কৃতি। ধর্মীয় স্বতন্ত্রতায় মুসলিমদের ঐক্যচেতনাতেও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল।

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথের আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোর প্রদীপ্ত দীপশিখা সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থী ধর্মান্ধ বাঙালি মুসলিম থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। এজন্য ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬তে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেও বাঙালিসত্তাকে অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫৭-তে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। এছাড়া বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিললেও বাঙালির স্বীকৃতি বিপন্নতাবোধে সে দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জারি থাকে যা মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সে দেশের বাঙালির আশ্রয় হয়ে ওঠেন । বিশেষ করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে উদযাপনের মধ্য দিয়ে সে দেশের বাঙালির চেতনারও আত্মজাগরণ ঘটে, বন্ধনমুক্তির হাতছানিও মেলে। সনজিদা খাতুনের উক্ত নিবন্ধের ভাষায় ' রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, আমরা তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির উত্তরাধিকারী---অনুষ্ঠান-মালার ভিতর দিয়ে এই কথাটি জোরেশোরে জানান দেওয়া হয়েছিল । তাঁকে অবলম্বন করে আমরা বাঙালিত্বের পথে যাত্রী হবার শপথ নিয়েছিলাম, তিনি হয়েছিলেন পথের সাথী।' সে বছরই রমনার বটবৃক্ষের ছায়ায় গড়ে ওঠে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারে অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট'। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে সনজিদা খাতুনের অনন্যসাধারণ ভূমিকা পরবর্তীতে তাঁকেই তার অভিভাবকের আসনে ইতিহাসনন্দিত করে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে । অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথই ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের বাতিঘর। তাঁর আলোতেই সে দেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এজন্য ধর্মীয় বিদ্বেষে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য মৌলবাদীদের তাঁকে নিয়ে মিথ্যা অপবাদ থেকে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অস্বীকার ও অশ্রদ্ধা করায় মেতে ওঠে। এজন্য ৫ আগস্টে মৌলবাদী আধিপত্য বিস্তারের পথে পথের কাঁটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অস্বীকারের আয়োজন সক্রিয়তায় তীব্রতা লাভ করে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে মৌলবাদী ধর্মবিদ্বেষীদের প্রতিষ্ঠা লাভের লক্ষ্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি ভাঙচুর কোনও আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ধারাবাহিক রবীন্দ্রবিরোধিতারই নগ্ন রূপ!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপি বিধায়কের বাড়িতে ভাগচাষের জমি-বিবাদ, মাথায় কোপানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে ভাগচাষের জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক ব্যক্তির মাথায় কোপানোর অভিযোগ গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি রামপ্রসাদ সিকদার। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার পাল্লা এলাকার বাসিন্দা রামপ্রসাদ সিকদারের সঙ্গে পলাশ ঢালির জমি নিয়ে বিবাদ হয়। পলাশ ঢালির জমি ভাগে চাষ করতেন রামপ্রসাদ সিকদার। ভাগ চাষের জমির টাকা নিয়ে বিবাদ হয় দু'জনের। অভিযোগ, পরবর্তীতে রামপ্রসাদ সিকদার বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের বাড়িতে যান। স্বপন মজুমদারের বাড়িতে গেলে পলাশ ঢালি দাঁ নিয়ে রামপ্রসাদ সিকদারের ওপরে আক্রমণ করেন। তাঁর মাথায় কোপ মারার অভিযোগ। রামপ্রসাদ সিকদারকে প্রাথমিক ভাবে পাল্লা গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরবর্তীতে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক মজুমদার জানিয়েছেন, 'ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। পলাশ ঢালি ও রামপ্রসাদ সিকদারের প্রাথমিক ভাবে বিবাদ হয় পাল্লা বাজারের কোনও দোকানে। সেখান থেকে আমার বাড়িতে আসে। এখানে এসে রামপ্রসাদ সিকদারের ওপরে দাঁ নিয়ে আক্রমণ করেন পলাশ ঢালি।' পলাশ ঢালির কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন বিধায়ক।

বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে ধৃত প্রতিবেশী যুবক, মার জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বলাগড়ের এক বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগ। অভিযোগের তির প্রতিবেশী এক যুবকের দিকে। মৃতের নাম বাদলি মাণ্ডি (৬০)। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে খামারগাছির কাদামঘুটু গ্রামে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত সমর সোরেনকে উন্মত্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে বলাগড় থানার পুলিশ। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ অভিযুক্তকে মারধর করতে শুরু করেন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বলাগড় থানার পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে সমর মদ খেয়ে তীব্র গালিগালাজ করছিল। প্রতিবাদ করায় বচসা শুরু হয় ওই বৃদ্ধার সঙ্গে। বচসার চলাকালীন

বৃদ্ধার মাথায় মুগুর দিয়ে আঘাত করেন সমর। এরপর স্থানীয়রা বৃদ্ধাকে জিরাট হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ঘটনার পর থেকেই থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়েছে ওই আদিবাসী গ্রামে। বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এর আগেও সমর গ্রামের অনেকের সঙ্গে অশান্তি করেছে। সালিশি সভা ডেকে তাঁকে সাবধান করা হয়েছিল। কিন্তু মদ খেয়ে অশান্তি করা বন্ধ হয়নি। ডিএসপি অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটেছে শুনেছি। বৃদ্ধাকে কাঠের মুগুর দিয়ে মাথায় মারা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু লাভ হয়নি। অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত করা হবে।'

কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভনে অপহরণ, অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শেখ মাফুজ (২৪) নিখোঁজ হওয়ার পরে তাঁর মা সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার মাফুজকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় চার অভিযুক্তকে। তবে আরও দু'জন অভিযুক্ত এখনও পলাতক। পুলিশ তাদের খুঁজছে। সোনার দোকানে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে যুবককে অপহরণের অভিযোগ। চাওয়া হয় মুক্তিপণও। ঘটনাটি হুগলির সিঙ্গুরের কামারকুণ্ডু হোসেনপুর এলাকার।

হুগলি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কৃশাণু রায় জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা শেখ মাফুজের পূর্বপরিচিত। সোনার দোকানে কাজ দেওয়ার নাম করে তাঁকে হরিপালের গজারমোর এলাকায় ডাকা হয়েছিল। এরপরে তাঁকে অপহরণ করে হরিপালের কামরাজপুর এলাকায় নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। সেখানেই তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এরপরে তাঁর মা সাহেনারা বেগমের কাছে ৮ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়।

রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন সাহেনারা। অভিযোগ পেয়ে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। যে মোবাইল নম্বর থেকে সাহেনারা বেগমের কাছে মুক্তিপণের দাবি করে ফোন এসেছিল, পুলিশ সেটি ট্র্যাক করা শুরু করে। হরিপাল থানায় সেই মোবাইলের লোকেশন মেলে। এরপরে হরিপাল থানার সহযোগিতায় সেখানকার কামরাজপুর এলাকায় পৌঁছয় সিঙ্গুর থানার পুলিশ। একটি মাঠের ধারে নির্জন জায়গা থেকে শেখ মাফুজকে উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, এরপরেই সেখান থেকে শেখ শরিফ, শেখ নইম, শেখ জাহাঙ্গির ও শেখ হালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রত্যেকেরই বাড়ি হরিপাল থানা এলাকায়। পুলিশ সেখান থেকে একটি বাইকও উদ্ধার করেছে। অভিযুক্তদের এর আগে কোনও ক্রাইম রেকর্ড রয়েছে কিনা সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। শুক্রবার এই চারজনকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে চন্দননগর মহকুমা আদালত।

রাস্তায় জঞ্জাল জমে থাকার প্রতিবাদে অবরোধ হিন্দমোটরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে শিবতলা স্ট্রিট এলাকায় রাস্তা দখল করে আবর্জনার স্তূপ, এলাকার মানুষ বাঁশ দিয়ে রাস্তা অবরোধ করলেন। অবিলম্বে এই রাস্তা সাধারণ মানুষের চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে এই দাবিতে।

এলাকার সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার জনস্বাস্থ্য দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীরা সাত নম্বর ওয়ার্ডে শিবতলা স্ট্রিট এলাকায় আবর্জনা ফেলছেন, যার ফলে রাস্তা ঢেকেছে আবর্জনায়, কুকুর বিড়াল আবর্জনা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, গন্ধে টেকা দায় এলাকায়। এই বিষয় পুরসভায় জানানো হলেও কেউ কর্ণপাত করেনি, তাই বাধ্য হয়ে শনিবার সকালে এলাকার সাধারণ মানুষ বাঁশ দিয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। তাদের আরও অভিযোগ, এই আবর্জনা দিয়েই রাস্তার পাশে একটি পুকুর বোজানোর চেষ্টা চলছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাত সকালে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, স্থানীয় কাউন্সিলর অসুস্থ তাই এলাকা

দেখভালের দায়িত্ব কার এই নিয়ে চিন্তায় মানুষ। এই বিষয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান জানিয়েছেন খোকন মণ্ডল জানিয়েছেন, 'এই ঘটনা জানার পর আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছি, কেন রাস্তায় আবর্জনা পড়ে থাকছে সেই বিষয় আমরা খোঁজ নিচ্ছি।' যদিও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি, পুরসভা ঘটা করে সাফাদা বলে যখন প্রচার করছে, ঠিক তখন রাস্তায় দীর্ঘদিন আবর্জনা পড়ে থাকছে, অথচ পুরসভা কিছু জানে না এটা হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বললেন, 'জঞ্জাল জমে থাকার প্রশ্ন নেই, আমরা খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে দিই। এছাড়া পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে যত্রতত্র জঞ্জাল ফেললে হবে না সবারই একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। পুরসভার একার কোনও দায়িত্ব নেই, উভয়কেই দায়িত্ব সামলাতে হবে এক্ষেত্রেও জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।'

হিন্দমোটরে দু'দিনব্যাপী নৃত্যানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হিন্দমোটরের বুকে এই প্রথমবার কোনও নৃত্য প্রতিষ্ঠান দু'দিনব্যাপী নিজেদের বার্ষিক অনুষ্ঠান করেছে, যেখানে ক্লাসিক্যাল ও ওয়েস্টার্ন দু' ধারার নৃত্য মঞ্চস্থ করা হয়েছে। মঞ্চে পরিবেশিত করা হয় মোট ৭০টি নৃত্য আর সেটা অবশ্যই সোলবিটজ ড্যান্স অ্যাকাডেমি দ্বারা মঞ্চস্থ করা হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন পিটার গুহ যিনি সোলবিটজ ড্যান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার।

নৃত্য পরিচালক রিউ সিংহরায়, সৌরদীপ ধর, পৌষালী ঘোষ এবং তানিয়া মণ্ডল সহকারী শিক্ষিকা এবং বড় ছাত্রীরা বৈশাখী, দিয়া, মাহি, সৃজিতা, লিজার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন পল্লব বিষ্ণু। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় বিশেষ কিছু অতিথি উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সদস্য সুব্রত মুখার্জি, সন্দীপ দাস, রত্না সিংহ রায়। বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয় দেবিকা ঘোষ এবং পল্টু ঘোষকে যাদের সহযোগিতা সোলবিটজের এই রঙিন সন্ধ্যায় কিছু বিশেষ শিল্পীরাও উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, দীপ্সি দীক্ষিত এবং বেদব্রয়ী নন্দী।

সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকায় ২০ নম্বর স্থানে বর্ধমানের রূপায়ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আবার বর্ধমান জেলা তথা বর্ধমান শহরের ছাত্র বাংলার মুখ উজ্জ্বল করল সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা (NEET UG ২০২৫) পরীক্ষায়। দেশে ২০তম স্থান এবং রাজ্যে সম্ভবত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পূর্ব বর্ধমানের রূপায়ণ পাল। সে ভর্তি হতে চায় দিল্লি এইমসে। এবছর রূপায়ণ উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। এদিন ওই ছাত্রকে সংবর্ধনা দিতে ভিড় করে বিভিন্ন সংস্থার মানুষজন। তার এই সাফল্যে খুশি বর্ধমান শহরে মানুষজন।

রূপায়ণ জানিয়েছে, মাধ্যমিকে যেমন ভালো রেজাল্ট করেছিল। তার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিকেও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তারপরেও একের পর এক সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায় সে। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার নেট পরীক্ষায় মেডিক্যালে দেশের মধ্যে কুড়ি নম্বর স্থান লাভ করে এবং পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে সে।

শুধু তাই নয়, যে যে বিষয় নিয়ে যেখানে যেখানে পড়াশোনা করত, সেই সমস্ত কোচিংয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আলাদা করে তাকে সম্মান জ্ঞাপন করেন। কিছুদিন আগেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, তারপরে পুলিশ প্রশাসন জেলা পরিষদ, বর্ধমান পুরসভা, বিধায়কগণ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের মানুষজন ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ বাড়িয়েছিলেন। যাতে আগামী দিন তারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যাতে বাংলার নাম সর্ব উচ্চ স্থানের তালিকায় থাকে। ঠিক তেমনই বাংলার ছাত্রছাত্রীরা বাংলার মধ্যে যেমন ১ থেকে ১০ এর স্থান লাভ করছে। তার পাশাপাশি ভারতবর্ষের মধ্যেই এরকম ধরনের পড়াশোনার মধ্যে স্থান লাভ করেছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে বলে মত শহরবাসীর।

পাচার রুখল পুলিশ, ধৃত এক, উদ্ধার ১০টি গোরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভিনরাজ্য থেকে বড়সড় গোরু পাচার রুখে দিল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। গোরুপাচার করার সময় দশটি গোরু সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত চোরচিতা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত গাড়ির চালকের নাম সত্যশিবা দাস। তাঁর বাড়ি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ এলাকায়। শনিবার অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ৭ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে পিকআপ ভ্যানে ১০টি গোরু নিয়ে যাওয়ার সময় বেলিয়াবেড়া থানার চোরচিতা এলাকায় বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডলের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে পুলিশ। সেখানে গোরুর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পিকআপ ভ্যান-সহ গোরুগুলিকে আটক করে পুলিশ এবং এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গোরু পাচার রুখে দিল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। গোরুগুলো ওড়িশার দিক থেকে আসছিল।

কিডনি পাচারচক্রে গ্রেপ্তার আরও তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: কিডনি পাচারচক্রে গ্রেপ্তার আরও তিনজন। একজন এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। সুদের টাকা শোধ করতে না পারায় কিডনি বিক্রি করে টাকা শোধ করতে হয়েছিল এক গৃহবধূকে।

মাসখানেক আগে সেই ঘটনায় অশোকনগর থানায় লিখিত অভিযোগ হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় সুদখোর কিডনি পাচারকারী বলে এলাকায় পরিচিত বিকাশ ঘোষ ওরফে শীতল। পরবর্তীতে তাদের জেরা করে আইনজীবী ও দুই মহিলা-সহ মোট ৬ জন গ্রেপ্তার করেছিল অশোকনগর থানার পুলিশ। ফের শুক্রবার রাতে সুদখোর কিডনি পাচারকারী শীতল ঘোষের সহযোগী সুরজিৎ ঘোষ বয়স ৩৭ বাড়ি হরিপুর ঘোষপাড়া শিশির কর্মকার ৪৮ বাড়ি নিবেদিতা পল্লি অশোকনগর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী।

পুরসভার ভোটে কাউন্সিলরের ইলেকশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন বলে দাবি নিজের কালাচাঁদ দাস বয়স ৩৮ বাড়ির বিজয় ফার্মেসি এলাকায়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শীতল ঘোষের কিডনি পাচারের সহযোগিতা ও সুদের টাকা বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা আদায় করত এরা। তিন অভিযুক্তকে শুক্রবার রাতে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ শনিবার পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে তিন জনকে পাঠানো হয় বারাসাত আদালতে।

সিভিক-কাণ্ডে ওসিকে ক্লোজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: পেঁড়োর ঘটনায় ওসিকে ক্লোজ করল হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ। উল্লেখ্য, এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে প্রকাশ্য রাস্তায় কোমরে, পায়ে দড়ি বেঁধে কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া থানা এলাকার বসন্তপুরে। জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় শুরু হয়েছে। সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম শ্রীধর চক্রবর্তী। তৃণমূলের অভিযোগ, শ্রীধর প্রতিদিনই তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালিগালাজ করেন। এই নিয়ে তাঁকে দু'-একবার সাবধান করা হয়েছিল। আর তা না শোনায় তাঁকে ধরে শাস্তি দেওয়া হয়। তৃণমূলের দাবি, এলাকার স্থানীয় বিজেপি নেতা অভিজিৎ চক্রবর্তী (লালু) তাঁকে এই কথা বলতে বলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। যদিও ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার পেঁড়ো থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল জানিয়েছেন, সমস্ত ঘটনার পর্যালোচনার জন্য পেঁড়ো থানার অফিসার ইনচার্জ তন্ময় কর্মকারকে আপাতত ক্লোজ করা হয়েছে এবং ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মোট দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সঠিক সময়ে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে না আনার জন্য ওসিকে ক্লোজ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: DB-I/e-Tender/2025-26/218, DB-I/e-Tender/2025-26/219, DB-I/e-Tender/2025-26/220, DB-I/e-Tender/2025-26/221 & Tender ID: 2025_ZPHD_863229_1, 2025_ZPHD_863269_1, 2025_ZPHD_863284_1, 2025_ZPHD_863284_2, 2025_ZPHD_863310_1, 2025_ZPHD_863310_2, 2025_ZPHD_863310_3, 2025_ZPHD_863339_1, Date : 11.06.2025.** Bid Submission Start Date (Online) : **12.06.2025 at 18.00 PM, 18.55 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **20.06.2025 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **23.06.2025 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড কোড ১০২ ধারা অধীনে)
("আইবিসি ২০১৬")
শ্রী কৈলাশ শর্মা, ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স এস জি স্টিপস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী কৈলাশ শর্মা
২.	সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত ক্ষেত্রে কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স এস জি স্টিপস লিমিটেড
৩.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১২.০৬.১৯৯১
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/আইডেন্টিফিকেশন নং	U27109WB1994PLC052024
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস-এর ঠিকানা	৮, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, তাহের ম্যানসন রুম নং ৩, ম্যাজেনাইন ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১
৬.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	২৯, এম জি রোড, টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা, টিটাগড় ৭০০১১৯
৭.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি নির্দেশ শুরুর বিস্তারিত	নির্দেশ ঘোষণা ১১.০৬.২০২৫ (CP IB No 113/KB/2024)
৮.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১১.০৬.২০২৫
৯.	প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী রসিক সিংঘানিয়া IBBI/IPA-001/IP-P00390/2017-18/10708
১০.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নং ৯৮, ১০ম তল, ২৩০এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০২০ rasik.singhania@gmail.com
১১.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে দাবি পেশ এবং যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নং ৯৮, ১০ম তল, ২৩০এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০২০ ip.kailashsharma@gmail.com
১২.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	০৫.০৭.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), কলকাতা বেঞ্চ, উল্লেখ্য নির্দেশ নং সিপি(আইবি) নং ১১৩/কেবি/২০২৪ তারিখ ১১.০৬.২০২৫ শ্রী কৈলাশ শর্মার (ব্যক্তিগত জামিনদাতা -মেসার্স এস জি স্টিপস লিমিটেডের ব্যক্তিগত জামিনদাতা) বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের ধারা ৯৫(১) এবং তৎসহ পঠিত আইবিসি এর ধারা ১০০ অধীনে ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন।
শ্রী কৈলাশ শর্মার বিনিয়োগকারীগণকে ২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারান্টরস টু কর্পোরেট ডেটরস) তে উপলব্ধ ফর্ম বি যা (আইবিবিআই ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/home/downloads পাওয়া যাবে) পূরণ করে ০৫.০৭.২০২৫ তারিখের মধ্যে (এই বিজ্ঞপ্তি ইস্যুর ২১ দিনের মধ্যে) এন্টি নং ১১ উল্লিখিত মতে ঠিকানায় রেজলিউশন প্রফেশনাল এর নিকট প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি পেশ করতে পারেন।
১. বিনিয়োগকারীগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে বা স্পিড পোস্টে বা কোরিয়ার মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারেন।
২. উল্লেখ্য উপ ধারা (১) অধীনে দাবির অতিরিক্ত বিনিয়োগকারীগণ রেজলিউশন প্রফেশনাল এর নিকট উল্লিখিত ফর্ম বি অনুযায়ী (আইবিবিআই ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/home/downloads উপলব্ধ) বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্যাদি দেবেন।
দ্রষ্টব্য : মিথ্যা বা বিভ্রান্তকারী দাবি প্রমাণ সহ পেশ করলে জরিমানা বা হাজতবাস হতে পারে ২০১৬ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড সংস্থান অধীনে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অধীনে।

স্বা/-
শ্রী রসিক সিংঘানিয়া
প্রস্তাব পেশাদার
ব্যক্তিগত জামিনদাতা শ্রী কৈলাশ শর্মা বিষয় সম্পর্কিত
চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নং ৯৮, ১০ম তল, ২৩০এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০২০
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00390/2017-18/10708
অনুমোদনের চুক্তির বৈধতা ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ১৪.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে আউশগ্রাম থানা এলাকার ছোড়া পুলিশ ফাঁড়ির পাশের বারাসতের মাঠে বিধানসভা এলাকার আদিবাসী ছেলেদের নিয়ে একটি স্থায়ী 'পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে'র উদ্বোধন হল শনিবার। মোট ৩৩ জন আদিবাসী ছেলেদের নিয়ে এই স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল শনিবার। সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি (হেড কোয়ার্টার্স) অর্ক ব্যানার্জি, ডিএসপি (ডিএনটি) সুব্রত মণ্ডল, আইসি আউশগ্রাম শান্তনু অধিকারী, ওসি ছোড়া রাহুল দাস, ওসি গুসকরা বিশ্বনাথ দাস-সহ আরও অনেকে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনার পর তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। দুই-এক গোলে প্রশিক্ষণ শিবিরের ছেলেদের মধ্যে খেলাটি শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি অর্ক ব্যানার্জি, ডিএসপি সুব্রত মণ্ডল, আইসি আউশগ্রাম শান্তনু অধিকারীরা নিজের হাতে ফুটবলার ও কোচদের নির্দিষ্ট জার্সি তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি অর্ক ব্যানার্জি বলেন, 'দু' পা দিয়ে স্বপ্ন আঁকড়ে ধরবে তোমরা। এই খেলা দৃঢ় মানসিকতা তৈরি করে। চরিত্র গঠন হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাল ছেড়ো না।' ফুটবলের প্রশিক্ষণ দেবেন দীনেশ হাঁসদা, পার্থ টুডুরা।

অহেতুক বিজেপি কর্মীদের আক্রমণ করলে আমরা চুপ থাকব না: জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের মাদারবুনি কোলিয়ারি থেকে পানসিউলি উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত একটা মিছিল করল বিজেপি নেতৃত্ব। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন বিজেপির নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি, সঙ্গে ছিলেন বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য।

দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের পানশিউলি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে মিছিল শেষ হয় এবং মিছিল শেষে একটা সভা করে বিজেপি। এই সভায় পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টাডিহি থেকে কয়েকজন অন্য দল থেকে বিজেপিতে যোগদান করে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতার নাম না করেই বালি চোর, কয়লা চোর . অ্যাখ্যা দেন। এমনকি তিনি তৃণমূল নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আপনারা দল করছেন করুন, তবে

অহেতুক বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করবেন না তা হলে আমরা চুপ থাকব না।'

পাশাপাশি তিনি ২০২৬ এর ভোটে বিজেপিকে এই এলাকা থেকে চার হাজার বেশি ভোটে লিড দেবেন বলে জানান। এদিনের মিছিলে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক দেশের সেনাদের অপমান করেছেন, আর তাতে পাণ্ডবেশ্বরের লোকের বদনাম হচ্ছে। তাই পাণ্ডবেশ্বরের মানুষের সম্মান রক্ষার্থে এই মিছিল। পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ দেশের সেনাদের সঙ্গে আছে এবং থাকবে।

মন্ত্রীর স্বামীর ওপর হামলা, অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডির স্বামীর ওপর হামলা ও মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে মন্ত্রীর স্বামী তুহিন মাণ্ডির ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে বাঁকুড়ার খাতড়া বাজারে। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপির দিকে। ঘটনায় ৬ বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে খাতড়া থানার পুলিশ। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যার কিছু পড়ে বাঁকুড়ার খাতড়া বাজারে লাঠিসোটা নিয়ে জমায়েত করেছিলেন বিজেপির বেশ কিছু লোকজন। সেই সময় মুদিখানার সামগ্রী কিনতে বাজারে যান মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডির স্বামী তুহিন মাণ্ডি। অভিযোগ, বাজার করার সময় আচমকাই বিজেপির ১৫-১৬ জন কর্মী লাঠিসোটা নিয়ে তাঁর স্বামীর ওপর হামলা চালান। পিঠে ও ডান হাতে গুরুতর আঘাত পান মন্ত্রীর স্বামী। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে রাতেই খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়।

খাতড়া থানায় ঘটনার অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের শনিবার খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। মন্ত্রীর অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁর স্বামীর ওপর হামলা চালিয়েছে বিজেপি। এই ঘটনায় বিজেপি যোগের অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির দাবি, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শুক্রবার সন্ধ্যায় খাতড়া বাজারে তৃণমূলের গুন্ডারা বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ নেমে লাঠিচার্জ করে। সেই সময় লাঠির আঘাতে অথবা তৃণমূলেরই কোনও কর্মীর লাঠির আঘাতে মন্ত্রীর স্বামী আহত হয়ে থাকতে পারেন। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।

১৬ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘট আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবারে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক বাস সংগঠনগুলির।

যাত্রী সাধারণের উদ্দেশ্যে এবার আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে বাসের সামনে সাঁটানো রয়েছে একটি পোস্টার, আর সেই পোস্টারে লেখা রয়েছে, অবৈধ টোটো, অটো, ম্যাজিক, ট্রেকার রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী না মানলে আগামী ১৬ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস পরিষেবা বন্ধ থাকবে সমস্ত হুগলি জেলাজুড়ে! অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকর্তাদের দাবি, অনিচ্ছাকৃত ভাবে বনধের জন্য তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থী। শনিবার হুগলি জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, টোটো, অটোর জন্য তাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি বাস পরিষেবা যদি বন্ধ হয় তা হলে যে নিত্য বাসযাত্রীরা বিপদে পড়তে চলেছে তা বলাই যায়।

এ প্রসঙ্গে আরামবাগ বাস মিনিবাস অপারেটাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা বনধ চাই না, বনধের পক্ষে কখনওই নয়, আপনারা জানেন সরকার আমাদেরকে মান্যতা দিয়েছিলেন, সেই অর্ডার কপিও আমরা পেয়েছিলাম এবং রেজুলেশন কপিও আমাদের কাছে আছে। কোনও ভাবেই যেন শাখা রুট থেকে এবং বাসের যে মেন রাস্তা সেই রাঙ্গ স্তায় টোটো, অটো, ম্যাজিক, টেকার চলাচল করবে না। কিন্তু কোনও ভাবেই এই জিনিসটা বন্ধ হয়নি, প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়েই বাস রুটের ওপর দিয়েই টোটো, অটো ম্যাজিক, ট্রেকার এগুলো চলেই যাচ্ছে। আমাদের দাবি একটাই অবিলম্বে বন্ধ হোক এই অবৈধ টেকার, টোটো, অটো এবং ম্যাজিক গাড়িগুলো। তবেই বাস রাস্তায় চলাচল করবে। তা না হলে ধর্মঘট চলবে।'

রাজ্য সড়কের পাশে ইমারতি দ্রব্য, দুর্ঘটনার আশঙ্কা গোঘাটবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমাজুড়েই বিভিন্ন রাজ্য সড়কের পাশে ইমারতি দ্রব্য ফেলে রাখার অভিযোগ। এই মহকুমার ওপর দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারেও ইমারতি দ্রব্য রাখার অভিযোগ বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর দিকে।

বিশেষ করে গোঘাটের ওপর দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের পাশে রাশি রাশি পড়ে রয়েছে ইট, বালি, পাথর সহ নানা ইমারতি দ্রব্য। অথচ চোখে কালো চশমা গোঘাট প্রশাসনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওভারলোড গাড়ির বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান শুরু করার পরেই রাস্তার ধারে কে বা কারা ইমারতি দ্রব্য তথা বালি, ইট ও পাথর রেখে দিয়ে পালাচ্ছে। আবার রাতের অন্ধকারে সেই দ্রব্য নিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অথবা দীর্ঘদিন এই সব ইমারতি দ্রব্য রেখে দেওয়া হচ্ছে। গোঘাটের এই রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করে। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ইমারতি দ্রব্য বিপজ্জনক ভাবে পড়ে থাকলেও তা সরিয়ে নেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেই। এক প্রকার উদাসীন প্রশাসন।

উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে আরামবাগ শহরের ওপর দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কের পাশে পড়ে থাকা ইমারতি দ্রব্য সরিয়ে দেয় পুলিশ। কিন্তু এই চিত্র মহকুমার আর কোনও জায়গায় দেখা যাচ্ছে না বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে শনিবার খানাকুল থানার উদ্যোগে অভিযান হয়। এই বিষয়ে সাহেব ব্যানার্জি নামে এক যুবক বলেন, রাস্তার ওপর এই সব বালি, ইট ফেলা উচিত হয়নি। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই ইমারতি দ্রব্যের জন্য বড় দুর্ঘটনাও ঘটেছে।

গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, 'আরামবাগ থেকে কামারপুকুর রাজ্য সড়কের পাশে পড়ে থাকা ইমারতি দ্রব্য সরিয়ে নেওয়ার জন্য সচেতন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেখছি রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। আমরা প্রশাসনকে জানাব এবং দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।' গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস জানান, তৃণমূলের আমলে একটা কাজও সঠিক ভাবে হয়নি। রাস্তার ধারে ইমারতি দ্রব্য রাখা মানে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটবে। দ্রুত সরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা ঘুমাচ্ছেন। চোখে কালো চশমা নিয়ে কাটমানি খাচ্ছেন তা হলে কী ভাবে কাজ হবে।

মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক, ভয়াবহ আগুনে আহত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের সেহারা বাজারে শনিবার একটি মিষ্টির দোকানে গ্যাস লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গ্যাসের পাইপ লিক করেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান। আগুনে ঝলসে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন দোকান মালিক-সহ মোট চারজন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেহারা বাজার বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে একটি মিষ্টির দোকানে প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে মিষ্টি তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় আচমকাই গ্যাস লিক করে আগুন ধরে যায় দোকানের ভাটিশালায়। আগুনের তাপে মুহূর্তেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে দোকানটি। আগুনে দগ্ধ হন দোকান মালিক ছাড়াও আরও তিনজন কর্মী।

স্থানীয়রা এবং সেহারা বাজার ফাঁড়ির পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায় এবং আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর থেকে গ্যাস লিকের উৎস নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, ওই ভাটিশালাতেই অন্য একটি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস ভরা হচ্ছিল, যার ফলে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে আগুন লাগে। আবার কারও মতে, গ্যাস পাইপে লিক থাকায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দোকান ও আশপাশের এলাকা ঘিরে রেখেছে।

মধুচক্র চালানোর অভিযোগে বিক্ষোভ, এক মহিলাকে হেনস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মধুচক্র চালানোর অভিযোগে এক মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ওই মহিলাকে পাঁচ দিনের মধ্যে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নিদান দেওয়া হয় প্রতিবেশীদের তরফে বলেই অভিযোগ। যদিও হেনস্থা করার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে প্রতিবেশীদের তরফে। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অবশেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাজিপুর এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, প্রিয়া বিশ্বাস নামে ওই এলাকারই এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে বাড়িতে মধুচক্র চালানোর অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসীরা। বিষয়টি নিয়ে ওই মহিলাকে সতর্ক করবার পাশাপাশি এ বিষয়ে এর আগে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলেও জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। যদিও তারপরেও ওই মহিলা বাড়িতে মধুচক্র চালিয়ে যাচ্ছেন বলেই অভিযোগ এলাকাবাসীদের। আর এভাবেই বাড়িতে মধুচক্র চালানোর ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলেও প্রতিবাদে সরব হন গ্রামবাসীরা। শনিবার ওই মহিলার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় মহিলারা। এলাকাবাসীদের দাবি প্রিয়া বিশ্বাসকে তাঁরা তাঁদের এলাকায় থাকতে দেবেন না।

এ বিষয়ে প্রিয়া বিশ্বাস জানান, তাঁকে এলাকা থেকে তাড়ানোর চক্রান্ত করছেন গ্রামবাসীরা। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে। মধুচক্র চালানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। গ্রামবাসীরা হাতেনাতে তেমন কোনও প্রমাণ পাননি, তবুও তাঁকে মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁকে ৫ দিনের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার নিদান দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি থানায় অভিযোগ জানাবেন।

এ বিষয়ে প্রভাতী মণ্ডল নামে এক গ্রামবাসী জানান, 'গত ১০ তারিখে প্রিয়া বিশ্বাসের বাড়ি থেকে অশ্রীতিকর অবস্থায় ছেলে এবং মেয়েকে ধরা হয়েছে। তিনি দেহ ব্যবসা চালানোর সঙ্গে যুক্ত। এক হাজার টাকার বিনিময়ে এক ঘন্টার জন্য ঘর ভাড়া দেন। আমরা হাতেনাতে তাঁকে ধরেছি। আমরা এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। কিন্তু পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা চাইছি না প্রিয়া বিশ্বাস এ গ্রামে থাকুন। কারণ আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। আমরা ওঁকে কোনওরকম মারধর করিনি বা চড়াও হয়নি ওঁর ওপরে। আমরা ওঁকে ভালো ভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছি। প্রশাসনের লোকেরা এখানে এসেছে। তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছে।'

অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশের সামনে ক্ষোভ উগড়ে দেন এলাকাবাসীরা। যদিও পরবর্তীতে দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পুলিশ। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

চালকবিহীন বালির ট্রাক ঢুকল মিনি পেট্রোল পাম্পে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডালের পড়াশকোল পদ্মাবতী মন্দিরের সামনে, একটা ভালো জায়গায় দাঁড়িয়েছিল ইসিএলের বালির একটা ট্রাক। যদিও লরিতে বালিবোঝাই ছিল না। হঠাৎ গাড়িটি চলতে শুরু করে রাস্তার পাশেই থাকা একটা মিনি পেট্রোল পাম্পের ভেতর ঢুকে যায়। ট্রাকের সামনে পড়ে পিষে দুমড়ে মুচড়ে যায় বেশ কয়েকটা বাইক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বেলা ন'টা নাগাদ অণ্ডালের পড়াশকোল পদ্মাবতী মন্দিরের সামনে। যদিও কোনও প্রাণহানি হয়নি, তবে ঘটনার পরেই ট্রাকটির চালক পলাতক।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ত্রিপুরারী পাসোয়ান জানান, তাঁরা সেই সময় মিনি পেট্রোল পাম্পের ভেতরেই ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করেন একটা বালির ট্রাক দোকানের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ট্রাকের সামনে পড়ে বেশ কয়েকটা বাইক এবং এক লটারি টিকিট বিক্রেতার সাইকেল একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়। যদি সামনে বাইক এবং সাইকেলগুলি না থাকত, তা হলে ট্রাকটি একেবারে দোকানের ভেতরে ঢুকে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

তিনি জানান, সেই সময় ট্রাকে কোনও চালক ছিলেন না, হঠাৎ একটা গাড়ি চলতে শুরু করে কী ভাবে? নিশ্চয়ই এর পিছনে চালকের গাফিলতি ছিল। গাড়িটাকে ঢালু জায়গায় দাঁড় করিয়ে গাড়ির এমার্জেন্সি ব্রেক না কষে অথবা গাড়িকে নিউটন রেখেই চালক নেমে গিয়েছিলেন গাড়ি থেকে আর সে কারণে গাড়িটি চলতে শুরু করে ঢুকে পড়ে মিনি পেট্রোল পাম্পের ভেতর। সে সময় পেট্রোল পাম্পের ভেতর প্রায় দেড়শ লিটারের মতো তেল ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। গাড়িটি একেবারে দোকানের ভেতর ঢুকে যদি কোনও কারণে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটত, তা হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: শনিবার রানিগঞ্জের এনএসপি রোডের পাশে একটি হেলথ কেয়ার সংস্থার উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন সংস্থারই স্বাস্থ্যকর্মীরা। উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা গেল এই দিনের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে পুরুষের থেকে মহিলারা স্বেচ্ছায় রক্তদানে বেশি পরিমাণে এগিয়ে এসেছেন। রক্তদান

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ডঃ কৌশিক সুর, ম্যানেজার সুপ্রকাশ চন্দ্র ও সংস্থার দুই কর্ণধার রমেশ ভৌমিক ও বিকাশ খেমকা।

এদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সংস্থার ম্যানেজার সুপ্রকাশ চন্দ্র জানান, অনেক সময় দেখা যায় রক্তের অভাবে বহু মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। আর সে কারণেই তারা প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। তিনি জানান , এদিন মোট ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। সংগৃহীত রক্ত পাঠানো হবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে বলে জানান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হল বিশেষ স্মারক ও সম্মানপত্র।

মেমারিতে অগ্নিকাণ্ড, চার ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলের কর্মীরা। শুক্রবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ মেমারির হাটপুকুর এলাকার একটি ইলেকট্রিক স্কুটি ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানায় আচমকাই আগুন লেগে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। প্রাথমিক ভাবে তাঁদের অনুমান, শর্ট-সার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে অন্য কোনও কারণে আগুন লেগেছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখেন তাঁরা। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেমারি থানার পুলিশ বাহিনী। ঘটনার সময় পুলিশ আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজের গতি বাড়ানোর জন্য ধমক মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের পাঁচটি স্লুইসগেট তৈরির কাজ পরিদর্শন করে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের কাজের গতি বাড়ানোর জন্য ধমক দিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। মাস্টার প্ল্যানের জন্য টাকা বরাদ্দের পর কয়েক মাস ধরে ঘাটালের শিলাবতী ও দাসপুরের রূপনারায়ণ নদে স্লুইসগেটগুলি তৈরির কাজ চলছে। শনিবার সেই পাঁচটি স্লুইলিসগেট তৈরির কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের কাজের গতি বাড়াতে এদিন রীতিমতো ধমক দিয়েছেন মানস ভুঁইয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মনীষ জৈন, ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

পরিদর্শন শেষে ঘাটালে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক বৈঠক করেন মন্ত্রী।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আহত হলেন একজন। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জৌগ্রাম এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ বর্ধমান অভিমুখে যাওয়ার সময় একটি ছোট চার চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে গাড়িতে থাকা চালক আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে জামালপুর থানার পুলিশ এবং ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কর্মীরা পৌঁছন। জানা গিয়েছে, একটি ছোট চার চাকা গাড়ি করে কলকাতায় একজনকে নামিয়ে বর্ধমানের দিকে বাড়ি ফেরার সময় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর জৌগ্রাম এলাকায় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েডিভাইডারে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে যান স্থানীয়রা। স্থানীয়রাই প্রথমে চালককে উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ পৌঁছে তাঁকে বর্ধমান অনাময় হাসপাতালে পাঠায়। আহত ওই ব্যক্তির নাম রকি। তিনি বর্ধমানের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

ভগ্নদশায় আতঙ্কে চলছে স্কুল, নেই সরকারি হেলদোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হিঙ্গলগঞ্জের ফ্রি-প্রাইমারি স্কুলের ভগ্নদশা। প্রাণহাতে করে আতঙ্কের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা চলছে। এমনই চিত্র উঠে এল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন এলাকার দক্ষিণ লেবুখালি এফপি স্কুলের। অভিযোগ, বারবার অভিযোগ করেও মিলছে না সুরাহা। উদাসীন সরকারি আধিকারিকরা।

স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬২ সালে। দীর্ঘ ৬০ বছরের স্কুল আজ পরিণত হয়েছে এক ভগ্নস্তূপে। একতলা ছাদের একাধিক ঘরে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ ফাটল, কোথাও পুরনো দেওয়ালের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বটগাছের চারা। প্রচুর টাকা খরচ করে চলছে উন্নয়নের প্রচার, জাঁকজমক অনুষ্ঠান। অথচ অবহেলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জীর্ণদশার স্কুলের মধ্যেই প্রাণ হাতে করে চলছে শিক্ষার প্রসার। আতঙ্কের মধ্যেই পড়াশোনা করছে পড়ুয়ারা।

শিক্ষক থেকে ছাত্রছাত্রী, সবাই যেন প্রতিদিন এক অজানা দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে স্কুলে সময় কাটাচ্ছেন। বর্তমানে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০-র বেশি। তবে ভেঙে পড়া ছাদ, খসে পড়া প্লাস্টার, আর বর্ষার সময় জলমগ্ন মেঝে যেন কচিকাঁচা পড়ুয়াদের কাছে আতঙ্ক। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েকে পাঠান একরাশ ভয় নিয়েই। শিক্ষকরা বলছেন, যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দাস জানিয়েছেন, প্রায় ৬০ বছরের পুরনো স্কুলটির ভবন আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার প্রশাসনের কাছে সংস্কারের আবেদন জানানো হয়েছে। অথচ কোনও সুরাহা মেলেনি। এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী জানায়, 'ভয়ে ভয়ে ক্লাস করি, কখন যে মাথার ওপর থেকে কিছু ভেঙে পড়ে!' বহু বছর ধরে সরকারি কোনও অনুদান না মেলায় বেহাল অবস্থা। স্কুলের ভিতরের শ্রেণিকক্ষগুলোর দেওয়ালে জমে আছে শ্যাওলা, টপকে পড়ছে ছাদের জল। দিনের পর দিন এমন পরিস্থিতিতে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বর্ষার দিনে ক্লাস চলাকালীন ছাতা খুলেই বসে থাকতে হয় বলে জানিয়েছে এক শিক্ষক।

এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার যদি এখনও না জাগে, তবে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারে। স্কুল পরিচালন কমিটি, শিক্ষক সংগঠন এবং এলাকাবাসী সকলেই চাইছে দ্রুত সংস্কার হোক এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। বহুবার জানানো হলেও, এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। শিক্ষার আলো পৌঁছতে গিয়ে যদি প্রাণসংশয় হয়, তবে উন্নয়নের প্রশ্ন কোথায় দাঁড়ায়? প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

দেশে বর্ষা প্রবেশ করলেও বেশ কিছুদিন ধরে উত্তর ভারতজুড়ে চলছে তীব্র দাবদাহ। যদিও শীঘ্রই আবহাওয়া পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস।

মণিপুরের জঙ্গি ডেরা থেকে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল, ১৪ জুন: হিংসাদীর্ণ মণিপুরের জঙ্গিডেরা থেকে বিপুল পরিমাণ বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার। অসম রাইফেলস ও পুলিশের যৌথবাহিনীর অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৩০০ রাইফেল-সহ বিপুল গোলাবারুদ ও কার্তুজ। শুক্রবার রাত থেকে ইম্ফল উপত্যকার পাঁচটি জেলায় জঙ্গিডেরায় অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৩০০-র বেশি বিভিন্ন মডেলের রাইফেল, বিপুল পরিমাণে কার্তুজ এবং বিস্ফোরক এমনকি, গোলা-সহ মর্টার।

মণিপুর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলির মধ্যে ১৫১টি ৭.৬২ এসএলআর, ৬৫টি ৫.৫৬ ইনসাস এবং ৭৩টি অন্যান্য রাইফেল রয়েছে। এ ছাড়া পাঁচটি ৯ এমএম কার্বাইন, দু'টি এমপি৫ সাব-মেশিনগান, ১২টি হালকা মেশিনগান, একটি এআর-১৫ সেমি অটোম্যাটিক রাইফেল, ছ'টি একে সিরিজের রাইফেল, দু'টি আমোঘ রাইফেল, ছ'টি পিস্তল এবং একটি 'ফ্লেয়ার গান' উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। ওই এলাকায় সক্রিয় মেইতেই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি গত দু'বছরের হিংসাপর্বে ওই সব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে ধারণা পুলিশের।

২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৯ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: দেশজুড়ে ফের করোনার চোখরাঙানি। দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনা উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। উদ্বেগ বাড়িয়ে বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। জানা গেছে, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,৪০০ জনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৯ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সতর্ক রয়েছে। মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,৪০০ জন হয়েছে। বিগত বেশ কয়েকদিনে ১১,৯৬৭ জন রোগী এই সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছেন।

ঝাড়খণ্ডে শহিদ সিআরপিএফ জওয়ান

রাঁচি, ১৪ জুন: ঝাড়খণ্ডে ফের মাওবাদীদের বিছানো আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ এক সিআরপিএফ জওয়ান। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, জঙ্গলে মাটির নিচে বোমা পুঁতে রেখেছিল মাওবাদীরা। অভিযান চলাকালীন ভুলবশত সেখানে পা রাখতেই ঘটে যায় অঘটন। শহিদ জওয়ানের নাম সত্যবান কুমার সিং। তাঁর বয়স ৩৪ বছর।

শনিবার ভোরে গোপন সূত্রে পুলিশ খভর পায়, ওডিশা -ঝাড়খণ্ড সীমানার কাছে সারান্ডার জঙ্গলে কয়েকজন মাওবাদী লুকিয়ে রয়েছে। এরপরই জঙ্গল ঘেরা অঞ্চলে যৌথ অভিযানে নামে ওডিশার স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ এবং সিআরপিএফের ১৩৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। তল্লাশি চলাকালীন মাটির নিচে পুঁতে রাখা বিস্ফোরকে পা দিয়ে ফেলেন সত্যবান। তারপরই ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাউরকেল্লার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ছত্তিশগড়ে পুলিশি অভিধানে হিন্দি শব্দ !

রায়পুর, ১৪ জুন: ছত্তিশগড়ে পুলিশি অভিধানে এখন থেকে ব্যবহৃত হবে হিন্দি শব্দ। ব্রিটিশ আমলে পুলিশি কাজকর্মে বহু উর্দু-পার্সি শব্দ ব্যবহার হত। পুলিশের অভিধান থেকে সেই সব শব্দ সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলল ছত্তিশগড় সরকার। বদলে সহজবোধ্য হিন্দি শব্দ আনা হল। ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরও দায়িত্বে। তাঁর নির্দেশ মতো সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন রাজ্যের পুলিশপ্রধান। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশের কাছে পৌঁছে গিয়েছে সেই বার্তা।

যেখানে বলা হয়েছে, জটিল উর্দু ও পার্সি শব্দের বদলে এবার থেকে সহজ হিন্দি শব্দ ব্যবহার করা হবে পুলিশি প্রক্রিয়ায়।

যে যে শব্দে বদল আনা হয়েছে, সেগুলো হল, 'হলফনামার' হল 'শপথপত্র', 'দফা' হল 'ধারা', 'ফরিয়াদি' হল 'শিকায়তকর্তা' (অভিযোগকারী), 'চসমদিদ' হল 'প্রত্যক্ষদর্শী'। ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এর ফলে সুবিধা হবে সাধারণ মানুষের।

জানা গিয়েছে, পুলিশের অভিধানের ১০৯টি শব্দের হিন্দি প্রতিশব্দ ব্যবহারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অনেক সময় সাধারণ মানুষ থানায় অভিযোগ জানাতে এসে হেনস্তার শিকার হন। কারণ, তাঁরা আইনি প্রক্রিয়ার বহু শব্দ বুঝতেই পারেন না। সেকথা মাথা রেখেই এবার থেকে সহজ তথা বোধগম্য হিন্দি শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'অভিশপ্ত' ১৭১ আর ব্যবহার করবে না এয়ার ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১৪ জুন: আমদাবাদে বিমান বিপর্যয়ের পর তাদের কোনও বিমানেই ১৭১ সংখ্যাটি আর ব্যবহার না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। সূত্র উদ্ধৃত করে এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই।

শনিবার সূত্র উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যার বিমান বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়লে ওই সংখ্যা পুনরায় ব্যবহার না-করাই দস্তুর। প্রচলিত

সেই রীতি মেনেই আমদাবাদ-গ্যাটউইক বিমানের সংখ্যা বদলে দিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া। ওই সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার থেকে ওই বিমানের নম্বর এআই ১৭১-এর পরিবর্তে এআই ১৫৯ হবে। এবং ফিরতি উড়ানের নাম করা হবে এআই ১৬০। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এয়ার ইন্ডিয়ার এক প্রাক্তন কর্মীর দাবি, 'খারাপ স্মৃতি বা কোনও ট্রমা থেকে বেরিয়ে আসতেই এই নম্বর বদলের সিদ্ধান্ত। পরবর্তী সময়ের যাত্রীদের মন থেকে ওই দুর্ঘটনার স্মৃতি মুছতেই এমনটা করা হচ্ছে।' যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি এয়ার ইন্ডিয়া।

প্রসঙ্গত, এর আগেও এমন ঘটেছে। ২০১৪ সালে কুয়ালালামপুর-বেজিং রুটে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে দুর্ঘটনার পর উড়ানটির নাম এমএইচ ৩৭০ থেকে বদলে এমএইচ ২১৮ রাখা হয়।

সমাজমাধ্যমে ভারতের ভুল ম্যাপ, পোস্টে ক্ষমা চাইল ইজরায়েল

জেরুজালেন, ১৪ জুন: ইরানে হামলার কারণ বোঝাতে সামাজিক মাধ্যমে একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিল ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী (আইডিএফ)। কিন্তু সেখানে ভারতের ভুল মানচিত্র দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরকে সেই মানচিত্রে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী এই পোস্ট করতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কেউ কেউ ইজরায়েলের ওই পোস্টের নীচেই ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। কেউ আবার মানচিত্র নিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে উল্লেখ করে ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। বিতর্ক বাড়তে থাকায় মানচিত্রে ত্রুটি আছে বলে স্বীকার করে নিল আইডিএফ। ক্ষমাও চেয়েছে তারা।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোরে ইজরায়েল হামলা চালায় ইরানে। তাতে মৃত্যু হয় ইরানের চার শীর্ষ

সেনাকর্তা এবং ছ'জন পরমাণু বিজ্ঞানীর। এই হামলার পরই একটি মানচিত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় আইডিএফের তরফে। মূলত পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিকে সেখানে দেখা গিয়েছে। এছাড়া পূর্বে ভারত, পাকিস্তান এবং পশ্চিমে আফ্রিকার কিছু অংশও ওই মানচিত্রে রয়েছে। মানচিত্রের একেবারে মাঝে ইরানকে দেখিয়ে তার চারপাশে বেশ কয়েকটি স্তর ভাগ করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা বোঝানো হয়েছে। সেখানে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সুদান, তুরস্ক, চিন, কাজাকস্তান, রাশিয়া, ইউক্রেন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মিশর, লিবিয়া, ইথিওপিয়া, ওমান, জর্ডন এবং সৌদি আরবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইরান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে এই দেশগুলিতে তার প্রভাব পড়তে পারে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা এই দেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত। মানচিত্র দেখিয়ে আইডিএফ লিখেছিল, 'ইরান সারা বিশ্বের কাছেই বড়সড় হুমকি। পদক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।'

কিন্তু ইজরায়েলের বাহিনীর এই মানচিত্রে ভারতের উত্তরে জম্মু-কাশ্মীরের অংশ নেই। রাখা হয়নি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকেও। নেপাল ও ভুটান এবং উত্তর-পূর্ব ভারতকে একটিই দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিয়ে অনেকেই অভিযোগ জানাতে শুরু করেন। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিতর্ক বুঝে আইডিএফ পালটা একটি পোস্ট করে। তাতে লেখা হয়, 'এটি গোটা অঞ্চলের একটি ছবি। এই মানচিত্রে সঠিক ভাবে সীমানা চিহ্নিত করা যায়নি। এর জন্য কারও খারাপ লেগে থাকলে ক্ষমাপ্রার্থী।'

ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্বে প্রভাব পড়বে ভারতেও

তেহরান, ১৪ জুন: দিল্লি থেকে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তেহরানে হামলা হলেও, এটা নিশ্চিত যে এর প্রভাব ভারতেও পড়বে। ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে এবং তাতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশও জড়িয়ে পড়লে ডিজেল, পেট্রোল এবং এলপিজি গ্যাসের দামের ওপর এর বড় প্রভাব পড়তে পারে।

ভারত তার চাহিদার যে ৮৫ শতাংশ তেল বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করে, তার এক তৃতীয়াংশ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে। অর্থাৎ যুদ্ধের কারণে যদি সেখান থেকে তেল আসতে সমস্যা হয়, তা হলে দাম বাড়তে পারে। ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯২ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত আর্থিক প্রতিষ্ঠান জেপি মর্গান দাবি করেছে, এই দাম আরও ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলারে পৌঁছতে পারে। সেই অনুযায়ী পেট্রোলের দামও বাড়লে দিল্লিতে ৯৪ টাকা প্রতি লিটার দরে যে পেট্রোল এখন পাওয়া যাচ্ছে, তা প্রতি লিটারে ১২৩ টাকায় পৌঁছে যেতে পারে।

এর অর্থ হল এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রভাব আম আদমির ওপর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সমস্যাটি শুধুমাত্র তেলের দামেউ থেমে থাকবে তা নয়, এর প্রভাব সর্বত্র দেখা যাবে।

মহিলা কর্মীদের দাবদাহ থেকে বাঁচাতে নির্দেশিকা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: তীব্র গরমে প্রত্যন্ত গ্রামে কাজ করা মহিলাকর্মীদের দাবদাহ থেকে বাঁচাতে একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিল কেন্দ্র। তাপপ্রবাহের কথা মাথায় রেখে এই প্রথমবার অস্থায়ী কর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির ডিরেক্টার মৃণালিনী শ্রীবাস্তব বলেন, 'ভরা গ্রীষ্মে কাজ করতে গিয়ে অস্থায়ী মহিলা কর্মীদের একাধিক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। এমনকী কাজের তাগিদে অধিকাংশ সময়ই তাঁদের বাড়ি থেকে অনেক দূরেও ভ্রমণ করতে হয়। ফলে মহিলার একাধিক সমস্যার মধ্যে পড়েন। প্রচণ্ড গরমে তাঁদের সুরক্ষিত রাখতেই এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।'

প্রচণ্ড গরমে প্রত্যন্ত গ্রামে যে সমস্ত অস্থায়ী মহিলারা কাজ করেন তাঁদের সুরক্ষিত রাখতে রাজ্য সরকারগুলিকে একটি 'হিট অ্যাকশন প্ল্যান' গড়ার সুপারিশ করেছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। বিশেষ এই প্ল্যানে অস্থায়ী মহিলা কর্মীদের কাজের সময় নমনীয় করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, যে সমস্ত জায়গাগুলিতে তীব্র দাবদাহ চলে সেই জায়গাগুলি চিহ্নিত করে কর্মীদের আগাম সতর্ক করতে হবে রাজ্য সরকারগুলিকে। কর্মস্থানে কর্মীদের জন্য পরিষ্কার পানীয় জল এবং তাপ সুরক্ষা কিট মজুদ রাখার কথাও বলা হয়েছেও ওই নির্দেশিকাতে।

মুম্বইয়ে সোনা পাচারে গ্রেপ্তার দুই বিমানকর্মী

মুম্বই, ১৪ জুন: নিউইয়র্ক থেকে মুম্বই আসা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সোনা পাচারের অভিযোগে বিমানেরই দুই ক্রু মেম্বারকে গ্রেপ্তার করল ডাইরেক্টর অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)। গত ১৩ জুন অর্থাৎ শুক্রবার দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১২ জুন আমদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ বিমান। বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আসল কারণ এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। একাধিক কারণের মধ্যে, নাশকতার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। এরই মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সোনা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল বিমানেরই ক্রু মেম্বারদের। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সোনার বিস্কুট রাখা একটি ব্যাগ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে দু'জন ক্রু মেম্বারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রথমদিকে অস্বীকার করলেও, পরে তাঁরা জানায় ব্যাগটি কোথায় রাখা রয়েছে। এরপরই সোনার বিস্কুটগুলি উদ্ধার করে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

আমেরিকা জুড়ে ট্রাম্প-বিরোধী বিক্ষোভের খণ্ডচিত্র।

EKDIN, VOL. 19, ISSUE NO. 6, KOLKATA, SUNDAY, 15 JUNE 2025, PAGE 8

২৭ বছরের শাপমুক্তি !

অবশেষে ‘দিস টাইম ফর আফ্রিকা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে বহু বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুচিয়ে দিল ‘চোকার্স’ তকমা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২৫ চক্রের ফাইনালে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল প্রোটিয়ারা। লর্ডসের ঐতিহাসিক মাটিতে ম্যাচ জিতে শিরোপা তুললেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ম্যাচের নায়ক অবশ্য নিঃসন্দেহে আইডেন মার্করাম;১৩৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে দলকে এনে দিলেন কাঙ্ক্ষিত জয়। লর্ডসে প্রথম দুদিন ছিল বোলারদের দাপট। টসে জিতে প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন, আর তাতেই বাজিমাত। রাবাডা ও জানসেনের বিধ্বংসী বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে যায় ২১২ রানে। রাবাডা ৫টি ও জানসেন ৩টি উইকেট নেন। ওয়েবস্টার করেন ৭২, স্মিথ ৬৬ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংও প্রথম ইনিংসে ধাক্কা খায়। কামিন্সের বিধ্বংসী স্পেলে মাত্র ১৩৮ রানেই গুটিয়ে যায় তারা। কামিন্স একাই নেন ৬টি উইকেট। এতে অজিরা পেয়ে যায় ৭৪ রানের লিড, আর দর্শকদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ‘চোকার্স’ আতঙ্ক। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা হার মানেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ায় প্রোটিয়া পেসাররা। অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডার ব্যর্থ। কেবল স্টার্ক (৫৮) ও ক্যারি (৪৩) কিছুটা লড়াই দেন। তবুও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮২ রানের লক্ষ্য দাঁড় করায় অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার

শুরুটা ভালো না হলেও পরিস্থিতি সামাল দেন মার্করাম ও বাভুমা। তৃতীয় দিনের শেষে ৮ উইকেট হাতে রেখে দরকার ছিল মাত্র ৬৯ রান। বাভুমা চোট থাকা সত্ত্বেও খেলেন ৬৬ রানের অনবদ্য ইনিংস। স্টার্ক ও কামিন্সের আক্রমণ সামলে রেখে ব্যাট করেন অসম সাহসে। তবে সকালেই আউট হন বাভুমা ও স্টাবস। চাপ বেড়ে যায়। কিন্তু সেই সময় একা কাঁধে দল টেনে নেন মার্করাম। তাঁর সাহসী ইনিংসে কার্যত বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে অজি বোলিং। শেষপর্যন্ত ১৩৬ রান করে আউট হলেও তাঁর ইনিংসেই তৈরি হয় জয়ের ভিত। বাকি রান তুলে দেন ভেরেনি ও বেডিংহাম (২১*)। প্রোটিয়াদের এই জয়ে ক্রীড়াজগতে যোগ হল আরও এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। যেখানে ‘মিরাকল’ শব্দটা জুড়ে দেওয়া যায় নিঃসংকোচে। দীর্ঘ ২৭ বছরের অপেক্ষার পর দক্ষিণ আফ্রিকার

হাতে উঠল বড় কোনও আইসিসি ট্রফি। এই জয় কেবল ট্রফি জয়ের নয়;এ যেন আত্মবিশ্বাস, সাহস ও ইতিহাসকে নতুন করে লেখা। সত্যিই– This time for Africa !

টেনিস কোর্টের কিংবদন্তি স্টেফিগ্রাফ একবারেই অনন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার ছিল টেনিস কিংবদন্তি খেলোয়াড় স্টেফি গ্রাফের জন্মদিন। বিশ্বের এই মহিলা টেনিস খেলোয়াড় জন্মেছিলেন ১৪ জুন, ১৯৬৯ -এ পশ্চিম জার্মানির বাডেন-ভুর্টেমবার্গের মানহেইমে। একসময় তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ও সেরা টেনিস খেলোয়াড়ের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ১৯৮০-এর দশকের শেষার্ধ্ব থেকে ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত মহিলাদের টেনিসে একচেটিয়া প্রাধান্য দেখিয়েছিলেন। তিনি সর্বমোট ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম এককের শিরোপা জয় করেন। ১৯৮৮ সালে টেনিস ইতিহাসে মহিলা-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড়রূপে এক ক্যালেন্ডার বছরে চারটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম এককের শিরোপাসহ অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ের বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ওম্যান'স টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউটিএ) পক্ষ থেকে প্রদত্ত র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি এপ্রিল, ১৯৮৭ থেকে মার্চ, ১৯৯১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ১৮৬ সপ্তাহ বিশ্বের ১ নম্বর স্থানের অধিকারী ছিলেন স্টেফি, যা আজ পর্যন্ত রেকর্ড হয়ে আছে। এছাড়া তিনি বছর শেষে শীর্ষস্থানে ছিলেন আটবার। তিনি ১০৭ বার এককে শিরোপা জিতে তৃতীয় স্থানে আছেন। কেবলমাত্র ডব্লিউটিএ'র সর্বকালের সেরাদের তালিকায় তার সামনে আছেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (১৬৭ শিরোপা) ও ক্রিস এভার্ট (১৫৭ শিরোপা)। ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক টেনিসের হল অব ফেমে প্রবেশ করেন স্টেফিগ্রাফ।

১৯৯৯ সালের উইম্বলডন ফাইনালে পরাজয়ের পর বিশ্বের ৩ নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে টেনিস জীবন থেকে অবসর নেন স্টেফি গ্রাফ।

ফুটবলেও ঢুকে পড়ল এআই ! ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে একাধিক নিয়ম বদল ফুটবলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ভোরে (ভারতীয় সময়) শুরু হচ্ছে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, যার প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হবে লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামি এবং আল আহলি। এই ম্যাচ থেকেই ফুটবলে চালু হচ্ছে একাধিক নতুন নিয়ম ও প্রযুক্তি। লক্ষ্য;খেলার সময় নষ্ট বা টাইম ওয়েস্টিং কমানো এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে খেলা আরও নির্ভুল ও গতিময় করে তোলা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গোলরক্ষকরা আর ৮ সেকেন্ডের বেশি সময় বল হাতে রাখতে পারবেন না। এতদিন ৬ সেকেন্ডের নিয়ম থাকলেও তা কার্যত মানা হত না। এবার নিয়ম ভাঙলে বিপক্ষ দলকে কর্নার বা থ্রো ইন দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ গোলরক্ষক সময় নষ্ট করলে তার সরাসরি খেসারত দিতে হবে।

পেনাল্টি কিকের ক্ষেত্রেও এসেছে কড়াকড়ি। যদি ডবল টাচ হয় এবং তা ইচ্ছাকৃত মনে করেন রেফারি, তাহলে গোল বাতিল হবে। তবে যদি রেফারি বুঝতে পারেন, ডবল টাচটা অনিচ্ছাকৃত, তাহলে পেনাল্টি পুনরায় নেওয়ার সুযোগ মিলবে। মাঠের বাইরে থেকেও যাতে খেলার গতি বা নিয়মে ব্যাঘাত না ঘটে, সেই দিকেও নজর দিয়েছে ফিফা। ডাগআউট থেকে কোচ বা রিজার্ভ খেলোয়াড়দের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ রুখতে এবার নতুন নিয়মে বলা হয়েছে;ইচ্ছাকৃত বাধা দিলে রেফারি কার্ড দেখাতে পারেন। অনিচ্ছাকৃত হলে শুধু ফ্রিকিকের মাধ্যমে খেলা শুরু হবে। রেফারিদের সঙ্গে যোগাযোগের নিয়মেও পরিবর্তন এসেছে। এখন থেকে শুধু অধিনায়কই রেফারির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, অন্য কোনও ফুটবলার নয়। এটি মূলত মাঠে অকারণ বিতর্ক ও সময় নষ্ট কমাতেই আনা হচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। এবার অফসাইড নির্ধারণে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হচ্ছে। থাকবে বলের ভেতর সেন্সর ও উন্নত ক্যামেরা সিস্টেম। রেফারিদের শরীরেও লাগানো হবে ক্যামেরা, যা খেলা সম্প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সব মিলিয়ে, নতুন নিয়ম ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ফুটবলকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও আধুনিক করে তুলতেই ফিফার এই প্রয়াস।

বাগানে সচিব পদে ফিরলেন সৃঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচন হবে না আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবের স্বার্থে সমঝোতা করে নিয়েছিলেন দুই পক্ষ। ফের সচিবের পদে ফিরলেন সৃঞ্জয় বোস। শনিবার ক্লাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়। নতুন কমিটির নামের সার্টিফিকেট তুলে দিলেন সচিব সৃঞ্জয় বোসের হাতে। ২১ জন কমিটি সদস্যের নামও ঘোষণা করা হল।

সচিব পদের জন্য একা সৃঞ্জয় বোস-ই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সচিবের চেয়ারে সৃঞ্জয় বোস। নতুন সভাপতি হতে চলেছেন দেবাশিস দত্ত। নতুন কার্যকরী কমিটি সভাপতি হিসেবে মনোনীত করবেন দেবাশিস দত্তকে। সচিব হিসেবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৃঞ্জয় বোস জানালেন মহিলা দল নিয়ে পরিকল্পনার কথা। তিনি বলেন, মহিলা ফুটবল দল নিয়ে শীঘ্রই ভাবনা চিন্তা শুরু করব। এই বিষয়ে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলব। তারপরই দল গঠন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

মোহনবাগানের নবনিযুক্ত কমিটি

সচিব - সৃঞ্জয় বোস
সহ সচিব - সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ - সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায়
অর্থ সচিব - সুরজিৎ বসু
মাঠ সচিব - শাশ্বত বসু
ফুটবল সচিব - স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্রিকেট সচিব - সম্রাট ভৌমিক
হকি সচিব-শ্যামল মিত্র
অ্যাথলেটিক্স সচিব - পিন্টু বিশ্বাস
টেনিস সচিব - সিদ্ধার্থ রায়
যুব ফুটবল সচিব - শিল্টন পাল

এছাড়াও কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন মুকুল সিনহা, সোহিনী মিত্র চৌবে, সোমেশ্বর বাগুই, কাশীনাথ দাস, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত ঘোষ, দেবজ্যোতি বসু, রঞ্জন বসু, পার্থজিৎ দাস, সঞ্জয় মজুমদার, অনুপম সাহু।

টি-২০-তেও উজ্জ্বল চিরতরুণ ইংলিশ পেসার অ্যান্ডারসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লন্ডন: প্রায় ১১ বছর পর টি-২০ ক্রিকেটে ফেরার পর থেকে দারুণ উজ্জ্বল ইংলিশ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে আসরে এখনও পর্যন্ত চার ম্যাচে ১৫ ওভার বোলিং করে ১০ উইকেট নিয়েছেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার অ্যান্ডারসন। ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন কেবল ৬.৮৬ করে। চার ম্যাচের তিনটিতে নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট। প্রতিটি ম্যাচেই পাওয়ার প্লেতে বোলিং করেছেন তিন ওভার।

উস্টারশায়ারের বিপক্ষে শুক্রবার ল্যাঙ্কাশায়ারের ৭ উইকেটে জয়ের ম্যাচে চার ওভারে অ্যান্ডারসনের শিকার ৩২ রানে ৩ উইকেট। উস্টারশায়ারকে ১৪৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১৫ বল বাকি থাকতে সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে ল্যাঙ্কাশায়ার। খেলোয়াড়ি জীবন শেষ করে কোচিংয়ের পাশাপাশি টিভিতে ধারাভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু গত জানুয়ারিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে নতুন চুক্তি করে আবার বল হাতে ছুটছেন ৪৩ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন।

বঙ্গসন্তানদের নিয়ে ইস্ট-মোহনকে টক্কর দেওয়ার প্রস্তুতি কাস্টমসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা লিগে বড় দলগুলিকে বরাবরই খেলোয়াড় সাপ্লাই করে এসেছে ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব। বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের তারকা রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠারা খেলেছেন এই কাস্টমস ক্লাবেই। গত চার বছর টানা লিগের সুপার সিক্সে পৌঁছেছে কাস্টমস। এবারও একই লক্ষ্য। ময়দানে নিজেদের মাঠেই অনুশীলন করছে গোটা দল।

বিগত কয়েক বছরের মতো এই বছরও ক্যালকাটা কাস্টমসের কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। গ্রুপ-এ-তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সঙ্গে রয়েছে কাস্টমস দল। লড়াই নেহাত সহজ নয়। লিগে আপাতত বাঙালি ও ভিন রাজ্যের ফুটবলারদের সংখ্যা নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে। তবে কাস্টমস দল ভরসা রাখছে বঙ্গ সন্তানদের প্রতিই। গত মরশুমে লিগে নজরকাড়া

অমিত এক্কা, দেবজিৎ ঘোষালরা যোগ দিয়েছেন কাস্টমসে। এছাড়াও গোলকিপার অর্ণেন্দু দত্ত, অমিত চক্রবর্তী, সুময় সোমের মতো খেলোয়াড়েরা রয়েছেন। দল নিয়ে আশাবাদী কাস্টমস কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, এবারে অনেক তরুণ খেলোয়াড় রয়েছে। সকলেরই প্রতিভা রয়েছে। আশা রাখি তারা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী ভালো খেলবে। চমকটা মাঠে দেখা যাবে। ভূমিপুত্রের সংখ্যা নিয়ে কোচ জানালেন, অবশ্যই বাংলার ছেলেদের সংখ্যা বেশি থাকা উচিত।

কাস্টমস কর্তা রাজীব বাগ বলেন, অনেক নতুন ছেলেরা রয়েছে। গত দুই বছরে দল অনেক ভালো খেলেছে। অনেক ছেলে চাকরি পেয়েছে। আশা রয়েছে এবারও ভালো কিছু করার। প্রতিভাবান গোলকিপার দেবজিৎ ঘোষালও কাস্টমসের হয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া। তিনি বলেন, লক্ষ্য তো স্পষ্ট, ভালো খেলতে হবে। বড় ক্লাবে সুযোগ পেতে হবে। বিশ্বজিৎ স্যারের থেকে ভালো কিছু শেখার আশায় এসেছি।

ক্লাব বিশ্বকাপ আসরে বিশ্বকাপের ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার ভোরে শুরু হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। ফুটবলে নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। আগে এই টুর্নামেন্ট হতো শুধু মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে, যা কখনওই সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। এবার নতুন আঙ্গিকে বিশ্বের সব অঞ্চলের সেরা ৩২টি ক্লাব নিয়ে সত্যিকারের বৈশ্বিক রূপ দেওয়া হয়েছে ক্লাব বিশ্বকাপকে। আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য টুর্নামেন্টটি হতে যাচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপের মহড়াও। ভারতীয় সময় রবিবার সকাল ৬টায় ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হবে টুর্নামেন্টটির। প্রথম ম্যাচে মিসরের ক্লাব আল আহলির মুখোমুখি হবে লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামি। ১৩ জুলাই ফাইনাল।

যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি ভেন্যুতে এক মাসের এই টুর্নামেন্টটিতে মোট ম্যাচ হবে ৬৩টি। আট গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়বে ৩২টি ক্লাব। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল উঠবে শেষ ষোলোতে। এরপর কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল হয়ে ফাইনাল। ২০২৫ ক্লাব বিশ্বকাপে মোট প্রাইজমানি থাকছে রেকর্ড এক বিলিয়ন ডলার।

চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ১২৫ মিলিয়ন ডলার।

নিয়মের কারণে বার্সিলোনা, লিভারপুল ও নাপোলির মতো ইউরোপের বড় কয়েকটি ক্লাব এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লামিনে ইয়ামাল, মোহামেদ সালাহ, নেইমার ও কেভিন ডি ব্রুইনার মতো তারকারা টুর্নামেন্টে খেলার না খেললেও ক্লাব বিশ্বকাপের আবেদনে তাতে ভাটা পড়েনি। রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানসিটি, পিএসজি, বায়ার্ন মিউনিখের মতো পরাশক্তিদের পাশাপাশি তারকাবহুল দল আছে অনেক।

বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর আগে জুভেন্তাস চুক্তির মেয়াদ বাড়ল ইগর টুডর

নিজস্ব প্রতিবেদন, তুরিন: যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাব বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে কোচ ইগর টুডরের চুক্তির মেয়াদ বাড়াল জুভেন্তাস। ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত ইতালিয়ান ক্লাবটিতে থাকবেন এই ক্রোয়াট কোচ। সেরি আর দলটি শুক্রবার এক বিবৃতিতে ক্রোয়াট কোচের চুক্তির মেয়াদ দুই বছর বাড়ানোর কথা জানায়। সঙ্গে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে চুক্তিতে।

আগের কোচ থিয়াগো মোত্তাকে জুভেন্তাস বরখাস্ত করে গত মার্চে। এরপর ক্লাবের প্রাক্তন ডিফেন্ডার টুডরকে দায়িত্ব দেয় জুভেন্তাস। ততদিনে অবশ্য চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ঘরোয়া সকল কাপ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিল দলটি। সেরি আ তে দলটি ছিল ৫ নম্বরে। টুডরের কোচিংয়ে লিগে একটি ম্যাচ হেরে চারে থেকে আসর শেষ করে আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিয়েছে জুভেন্তাস।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**